গাঁয়ের মোড়ল।

বা

গৃহস্থের-সর্ব্বনাশ।

নূতন সামাজিক প্রহসন।

(জাতীয় নাট্য-সমাজে অভিনয়ার্থ রচিত।)

কলিকাতা,—৫৬ নং বিডন্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

বেদান্ত-প্রেস্,—৫৬ নং বিডন্ ষ্ট্রীট,

শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২।

মূল্য । ৴ আনা ।

গাঁয়ের মোড়ল।

বা

গৃহস্থের-সর্ব্বনাশ।

নূতন সামাজিক প্রহসন।

(জাতীয় নাট্য-সমাজে অভিনয়ার্থ রচিত।)

কলিকাতা,—৫৬ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

বেদান্ত-প্রেস্,—৫৬ নং বিডন্ ষ্ট্রীট,

শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২।

উপহার।

প্রিয়বন্ধু

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সাং পাথুরিয়া ঘাটা।

বন্ধুবর!

তোমা হ'তে আমার অনেক উপকার দর্শিয়াছে, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা পাশে চিরাবদ্ধ। তোমা হেন বন্ধুকে আমার মানসপটে অঙ্কিত রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম! কিন্তু আমার এমন কোন গুণ নাই এবং এমন কোন আশাও নাই যদ্দ্বারা তোমার ঋণ হ'তে মুক্ত হই; নানা চিন্তার পর, বহু আয়াসে এক সত্যঘটনা অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র "প্রহসন" খানি প্রচার করিয়া, চির-স্মরণের নিমিত্ত, তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

কলিকাতা,
৫৬-নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, ২৩শে অগ্রহায়ণ,
১২৯২। } প্রণেতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

হরনাথ চট্টোপাধ্যায়	মদনপুর নিবাসী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি।
রামসদয় মুখোপাধ্যায়	ঐ গ্রামস্থ একজন গৃহস্থ ব্যক্তি। (পেন্‌সনার।)
গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়	রামসদয়ের খুড়তুতো ভাই ও হরনাথ বাবুর বন্ধু।
হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হরনাথ বাবুর বন্ধু ও প্রতিবাসী।
রামকান্ত ভট্টাচার্য্য	হরনাথ বাবুর সম্পর্কে ভ্রাতা ও প্রতিবাসী।
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মনিরামপুরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি।
রাধানাথ	হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভৃত্য।
হানিফ্ জয়নাল	ঐ প্রজা।

গমস্থা ও প্রতিবাসীগণ।

স্ত্রী।

কমলা	হরনাথ বাবুর স্ত্রী।
উমাসুন্দরী	রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী।
করুণা	ঐ কন্যা।
বিরাজ	শম্ভু বাবুর স্ত্রী।
থাকমনি কুমুদিনী	হরনাথ বাবুর প্রতিবাসিনী।

গাঁয়ের মোড়ল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরনাথ বাবুর বহির্ব্বাটী।

হরনাথ বাবু ও রামকান্ত বাবু আসীন।

হ। রামদা! বল দেখি, কাল্‌কে কি দিন্ গেছে?

রা। উঃ, কাল্‌কের দিন্ মনে কত্তে গেলে কিছু জ্ঞান্ থাকে না, যাহোক্ ভালয় ভালয় যে ঈশ্বর মুখ রেখে-ছেন, এই ঢের।

হ। দেখ রামদা, আমি কিছুতেই ভয় খাইনে তুমিত জান, আর আমি এ বেশ গুমর্ করে বল্‌তে পারি যে আমার মত মাম্‌লাবাজ গোঁয়ার আর দুটি নেই, কিন্তু কাল্‌কের মকদ্দমাতে আমাকে কাটে কাটে ঠেকিয়েছিলো।

রা। কি বল হরনাথ?—কাল্‌কের মামলার বিষয় কি আর বল্‌তে আছে (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কাল্‌কের মাম্‌লাতে কি না ছিলো? ফৌজ্‌দারী, আবার জাল্! যদি

কাল্‌কে কিছু ভাল মন্দ হ'ত (ঈশ্বর যেন নাই করেছেন) যার নাম সাত বৎসর !!

হ। মিথ্যা নয়, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে, যাহোক্, শর্ম্মা যাঁর পোঁদে লাগেন তাঁর ভিটস্থ ঘুঘুস্থ।

হরগোবিন্দ, গৌরী ও কৈলাশ বাবুর প্রবেশ।

আরে এস ॥

হ-গো। কাল্‌কের কি হ'ল ?

হ। আমার আবার কি হয়ে থাকে ?

হ-গো। জিত্‌ হয়েছে ত ?

হ। তা ন'ত কি ?

কৈ। দেখ, যা বল আর যা কও, ধর্ম্মরক্ষা করেছেন্।

রা। তা আবার বল্‌তে ?

হ। দেখ রামদা ! আমার যখন দশ বৎসর বয়স, তখন থেকে আদালত্ ঘর কর্‌চি, এখন প্রায় চল্লিস্ হ'তে গেল, প্রায় ত্রিশ্‌ বৎসর এই কায্‌ কর্‌চি, আমায় হারান যে সে লোকের কর্ম্ম নয়, আমি মাম্‌লার পোকা, মাম্‌লা বোঝে কটা লোক্ ?

গৌ। এখন বাজে কথা যাক্; হরনাথ ! খাওয়াবে কবে বল দেখি ?

হ। অবশ্য, এতে আর খাবে না—দুশোবার খাবে, চল না একদিন মা কালীর পূজা দিয়ে আসি।

সকলে। বেশ ত।

হ। (উচ্চৈস্বরে) রাধা, একবার তামাক দে।

কৈ। শিবু ঘোষ যে এখান্ থেকে উঠে যাচ্চে।

রা। কে বল্লে?

কৈ। বাড়িতে শুন্‌লুম্, মেয়েরা সব্ বলাবলি কচ্ছিল।

হ। বাবা, আমি যাকে ধরি তাকে কি সহজে ছাড়ি, ভিটে ঘুঘু চরিয়ে দিই। তিনিও লাগ্‌তে কসুর করেন্ নি।

গো। আহা! অনেক দিনের বসতি ছিলো; তবে এক ঘর উঠ্‌লো?

হ। আহা উহু নেই, আমার উদ্দেশ্যই এই যে বদ্‌মাইস্ ঠিক্ করব; ট্যাঁ ফ্যাঁ আমার কাছে খাট্‌বেনা। যে শালা আমার কাছে ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই কর্‌বেন তিনি দোরস্ত হবেন্, আমার কাছে সাফ কথা।

হ-গো। বাস্তবিক্, হরনাথকে ছেলে বুড়োতে সকলেই ভয় করে, যাহোক্-খুব্ রাস্‌ভারী।

হ। চাইবে;—গ্রামের ভিতর আমার মত এক আধ্‌টা লোক না থাক্‌লে, বোধ হয় গ্রামটা খানেখারাপ্ হয়ে যেতো।

হ-গো। তুমি আছ বলে দেশটার দিন্ দিন্ শ্রীবৃদ্ধি হচ্চে; মানে বল, ধনে বল, কুলে বল, গায়ের যোরে বল, সকলেতেই তুমি বড়, তোমাকে মান্‌বেনা ত কি আমায় মান্‌বে?

কৈ। ঠিক্ ঠিক্, হরগোবিন্দ যা বলচে তা মিথ্যা নয়।

গো। ও কথা, হরগোবিন্দের বলাই বাহুল্য, হরনাথের সাম্‌নে বলা যেন ঠিক্ খোসামোদ করা; আমি যা বল্‌ব তা সাম্‌নে বল্‌ব। দেশের লোকে কি দেখ্‌তে পাচ্চে না, যে হরনাথ লোকটা ভাল কি মন্দ?

হ। (স্বগত) তামাক্ ডেকেছি কখন, ব্যাটা কি শুন্‌তে পেলেনা? (উচ্চৈস্বরে) রেধো।

রা। আস্‌চে আস্‌চে; অত ব্যাস্ত কেন?

হ। শালাকে কখন ডেকেছি, এখনও কি শালার আসা হয় না? (পুঃ উচ্চৈস্বরে) রেধো, ওরে শালা।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

রাধানাথের প্রবেশ।

হ। শালা—তুই কি শুন্‌তে পাস্‌নি। গুখেকোরব্যাটা লবাব হয়েচ?

রা। দিচ্চে, দিচ্চে, অত রাগ কেন? কেউত আর কুটুম্ব আসেনি?

হ। বেটার কি উত্তর দিতে নেই?

রা। হয়ত শুন্‌তে পায়নি।

হ। আমার গলা শুন্‌তে পারনা। আমি চেঁচালে বোধকরি ওপাড়ার ছেলেদের ঘুম্ ভেঙ্গে যায়।

রা। আজ্ঞে আমি গরুর জাব্ দিচ্ছিলাম্।

হ। চোপ্ শালা, এখুনি জুতিয়ে লাম্বা কর্‌ব, কান কি ছিলোনা? উত্তর দিতে নেই?

রা। যা-যা, তামাক্ শীঘ্র করে নিয়ে আয়।

রাধানাথের প্রস্থান।

গো। আমি মনে কচ্ছিলুম, ঞ্যাটা বুঝি মার খেলে, ব্যাটার ভারি পুন্যির জোর তাই আজ বড় বেঁচে গেছে।

হ-গো। উনি রাগ্‌লে ত আর জ্ঞান থাকেনা, কে জানে শাবোল আর কে জানে কোদাল।

রাধানাথ তামাক্ লইয়া প্রবেশ।

হ। খাও রাম দা।

রাম। দাও।

রাধানথের তামাক্ দিয়া প্রস্থান।

(একে একে সকলের ধুম পান্।)

গো। আর এক কথা শুনেচ?

হ। কি?

গো। রায় পাড়ার বেণী মুকুর্য্যের মেয়েটা বেরিয়ে গেছে!

হ। না, তাত শুনিনি।

কৈ। কৈ, আমি ও ত শুনিনি।

হ-গো। না না, তা নয়।

গো। আমি যে রকম শুন্‌লুম্ তাই বল্‌লুম্।

হ। ও বাবা! একথা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলে, আমায় এসেই বলনি?

হ-গো। গৌরী কি জানে? আমার কাছে আদত কথা শোন,—বেরইনি, বাড়ীতেই আছে, তবে সে নষ্ট বটে।

হর। বটে! দাঁড়াও, আমার রায় পাড়াদের উপর ভারি রাগ আছে, এই বার বেণীমুকুয্যেকে ঠিক্ এক ঘরে কর্ ব, ক্রমে ক্রমে রায় পাড়ার সব বেটাকেই এক ঘরে কর্ বার ইচ্ছা আছে।

গৌ। তবেই ত।

হ। তোমার ভাবনা কিহে?

গৌ। হরনাথ বল দেখি এখন আমি কাশী মিত্রের ঘাটে যাই না শুকচরের ঘাটে যাই।

হ। যে ঘাটে সকলেই যাচ্চে সেই ঘাটে তুমিও যাবে?

গৌ। আচ্ছা হরনাথ, তোমরা সকলে বল, যে ঘাটে সকলে সরে সেখানে সরা ভাল, কি যে ঘাটে কেউ না সরে সে ঘাটে সরা ভাল?

হ। আচ্ছা, আমি বলি, যে ঘাটে সকলই স্নান করে, যেখানে পাঁচজনের মুখ দেখা যায়, নানা রকমের কথা হয়, বেস্ আমোদ হয় সেইখানেই সরা ভাল। তুমি নেহাত গোমুক্ষু, তাই সন্দেহ কর চ্চ। এটা কোথাকার বেরসিক হ্যাঁ?

হ-গো। কৈ, বটেইত, বটেইত, ঠিক্।

গৌ। আচ্ছা, আমিত বেরসিক্, কিন্তু বল দেখি যে ঘাটে সকলই ঝাঁপাই ঝোড়ে, সে ঘাটে স্নান কত্তে গেলে, গায়ে পাঁক লাগে কিনা? (সকলের উচ্চ্য হাস্য।)

কৈ। ঠিক্ ঠিক্ এতক্ষণে গৌরী একটা কথা কয়েচে।

হ। তার মানে আমার দলে নও।

গৌ। তা-কি আমি বল্‌চি, ও একটা রকম হয়ে গেল, তুমি হলে আমাদের মুরুব্বি, দেশের মুরুব্বি, তোমায় কি আমরা ছাড়্‌তে পারি?

হ। হ্যাঁ এখন পদে এস; যাক্ বাজে কথা, তোমার ভাই-ঝির বিবাহের কি হচ্চে?

গৌ। জানইত দাদার সঙ্গে কি রকম বনাবন্‌তি, আমি বড় একটা খোঁজ খপর রাখিনি।

রা। কোন্ দাদা?

হ। আহা, গৌরীর জাট্‌তুতো ভাই।

রা। ওহো! হ্যাঁ হ্যাঁ, তারির মেয়ে,

হ। হ্যাঁ।

রা। (কিয়ৎক্ষণ পরে) যাওয়া যাক্, বেলা হয়েচে।

হ। তামাক্ খাওনা রামদা। (উচ্চৈস্বরে) ওরে রাধা তামাক্ দে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

রাধার প্রবেশ।

হ। ওরে, কল্‌কেটা নিয়ে যা।

(রাধার কল্‌কে লইয়া প্রস্থান।)

হ। আজকেও একবার আমার কাছারী যেতে হবে।

রা। কেন? কিছুকি বিশেষ দরকার আছে?

হ। হ্যাঁ, এক বেটা লেড়ের ঠেঙ্গে কত গুলো টাকা পাব নালিস করে দিইগে, হেঁটে হেঁটেত বেটার কাছে কিছুই আদায় কত্তে পাল্লেম্ না।

হ-গো। তুমি আদায় কত্তে পাল্লেনা? তবেত সে বেটা দেখ্‌ছি বিষম্ লেড়ে।

হ। আমার কাছে ফাঁকি দেয় কোন্ শালা? তার ভিটে বিক্রি করে নোবোনা?

হ-গো। কোন রকম লিখিৎ পড়িৎ আছে?

হ। হ্যাঁ; তায়ে বড় শক্ত ছেলে, তিন্ নামে খত্ রেজেষ্টরি করা, আছে।

হ-গো। তবে আর কি, এ আদায় কত্তে আর ভাবনাই বা কি?

রাধার তামক লইয়া প্রবেশ।

রাধা। আজ্ঞে, তামাক্ ——

হ। খাও রামদা।

রা। দাও।

রাধানাথ রাম কান্ত বাবুকে তামাক্ দিয়া প্রস্থান।

(ধূম পান্ করিয়া) খাও হরনাথ।

ক্রমে ২ সকলের ধূম পান্।

চল, যাওয়া যাক্।

অন্য সকলে। হ্যাঁ, তবে চলুন্।

হ। হ্যাঁ, বেলাও হয়েচে, আমায় আবার কাছারি যেতে হবে।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রামসদয় বাবুর অন্দর বাটী।

উমাসুন্দরী ও করুণার প্রবেশ।

ক। মা, বাবা কখন্ আস্‌বেন,

উ। এই আসেন্ বলে।

ক। মা, বাবা কল্‌কাতায় কি কত্তে গিয়েছেন্?

উ। তিনি পেন্‌সেনের টাকা আন্‌তে গিয়েছেন,—টাকা না আন্‌লে কি খাবে মা।

ক। বাবাকে আমার বৈ আর পশম্ আন্‌তে বলে দিয়েচত?

উ। হ্যাঁ বলে দিইচি বই কি :—তুমি কি আন্‌তে বলনি?

ক। হ্যাঁ, বলিচি বই কি; (কিয়ৎক্ষণ পরে) মা, বাবার আস্‌তে এত দেরি হচ্চে কেন? রাত্ ত হয়েছে।

উ। এই আসে্‌ন বলে, বোধ হয় গাড়ি পান্‌নি বলে দেরি হচ্চে।

ক। মা, বাবাকে অনেকক্ষণ দেখিনি বলে মনটা কেমন কচ্চে, আমি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকিগে, বাবা যেমন আস্‌বেন্ ওম্‌নি হাতধরে নিয়ে আস্‌ব। হ্যা—মা, যাব ?

উ। এস মা, দেখ যেন চৌকাটের বার্ হও না, তিনি দেখ্‌তে পেলে বড় রাগ্ কর্‌বেন্।

ক। না—মা।

বেগে করুণার প্রস্থান।

উ। (স্বগত) আহা! করুণা যেমন তাঁকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসে, তিনিও তেমনি ভাল বাসেন্। না ভাল বাস্‌বার কারণ ত দেখ্‌তে পাইনি, তাঁর ত আর সন্তান হল না, একটি মেয়ে—কার্ না আদরের হয় ? আমার মেয়ের মত আর কার মেয়ে আছে ? রূপে ও যেমন গুণে ও তেমন, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ; এখন একটি ভাল ছেলের সঙ্গে বে দিতে পাল্লেই, আমার দশ মাস দশ দিনের গর্ব্ভযন্ত্রণা ও নয়ন সার্থক হয়। (কিয়ৎক্ষণ পরে) অনেকত রাত্রি হ'ল, কৈ তিনি যে এখনও আস্‌চেন্ না ? এমনতর একবারও হয়নি। করুণা আবার বাইরে গেছে ; ডাকি, এই যে———

করুণার প্রবেশ

এস মা এস।

ক। কৈ মা, বাবাত এখন ও এলেন্ না?

উ। তাই ত মা, এমন তরত দেরি একবারও হয় নি? মা আমার যে পোড়া কপাল্। (কিয়ৎক্ষণ পরে) সদর দরজা কি দিয়ে এসেচ?

ক। হ্যাঁ, দিয়ে এসেচি।

উ। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) ঐ তিনি এসেচেন্, আমি তাঁর গলা পেয়েচি! যাও মা, দরজাটা খুলে দাওগে; কেন মা দিয়ে এসেছিলে? তা নাহলেত তোমার এত কষ্ট হত না।

বেগে করুণার প্রস্থান।

আহা! এতক্ষণে মেয়ের মুখে হাসি এল।

রামসদয় বাবুর হাত ধরিয়া করুণার প্রবেশ।

উ। আজ যে এত রাত্রি হ'ল?

রা-স। গাড়ি পাইনি, সে জন্যে বটে, আর যেখানে যাব বলে গিয়েছিলুম, সেখানেও দেরি হয়ে গেল।

ক। বাবা, আমার বৈ আর পশম্ এনেছ?

রা-স। হাঁ, এই নাও (বই ও পশম্ দেওয়া)

ক। মা, বাবা কেমন পশম্ আর বই এনেছেন দেখ?

উ। বেশ, বেশ, এখন্ তুলে রাখগে।

ক। বাবা আমায় পয়সা দাও।

রা-স। আবার পয়সা কিসের? বই এনে দিলুম্, পশম্ এনে দিলুম্ আবার পয়সা?

ক। কেন, আমি যে তোমার ঠেঙ্গে পয়সা পাই।

রা। কিসের দরুণ?

ক। হ্যাঁ, এখন বুঝি সব্ ভুলে গেলে? কেন তোমার যে পাকা চুল্ তুলে দিয়েছিলুম্, তার দরুণ।

রা-স। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাবি বটে, আচ্ছা কাল্ সকালে দোবো। (স্ত্রীর প্রতি) মেয়েটা যে এখন ঘুমুইনি?

উ। হ্যাঁ, ও আবার ঘুমুবে, এতক্ষণ একবার বার এক-বার ভেতর কচ্ছিল। (করুণার প্রতি) যাও মা, খাওয়া দাওয়া হয়েছে, ঘুমোওগে।

ক। তুমি যখন শুতে যাবে আমিও তখন যাব।

উ। না না, আমার কথা শোন, রাত্রি হয়েচে, আবার অসুখ কর্ব্বে, শোওগে।

করুণার প্রস্থান।

(স্বামীর প্রতি) যার জন্যে গিয়েছিলে তার কি হ'ল?

রা। আঃ, একটু দাঁড়াও না, তোমার যে আর দেরি সয় না, ঘোড়া চড়ে এসেছ নাকি? আমি এইমাত্র বাড়ী ঢুক্চি, তুমি কি আর বল্বার সময় পেলে না? কোথায় আমায় কাপড়্ চোপড়্ ছাড়াবে, হাতে মুখে জল্ দেবে, একটু ঠাণ্ডা কর্বে, তা নয়—। (কিয়ৎক্ষণ পরে) হা আমায় অদৃষ্ট! স্ত্রীর যেমন্ স্বামীর প্রতি ভক্তি।

উ। ভক্তি আর কমটা কি হল? মেয়ের বের্ জন্যে আর জ্ঞান্ গোচর নেই, কি করে এই দায় হতে উদ্ধার হব, এই আমার সদাই ভাবনা, সেই জন্যে তুমি আস্‌বামাত্রেই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম্ যে যার জন্যে গিয়েছিলে তার কি হল? এস, (অগ্রসর হইয়া) গায়ের কাপড় চোপড় খুলে দিই (খুলিবার উপক্রম)।

রা। না আর খুলে দিতে হবে না, বরঞ্চ একটু বাতাস কর।

উ। আচ্ছা, চাদরটা দাও, ভাল হয়ে বস, বাতাস করি, (পাখা ব্যাজন)।

রা। দেখ তুমি যার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে সে ত এক রকম ঠিক্ করে এসেচি, তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

উ। তবু কি রকম হল? কি দিতে থুতে হবে?

রা। তায়ে বেশ্, গলায় পা দোওয়া গোচ্।

উ। আমি ও সব্ বুঝ্‌তে পারিনি, ভেঙ্গে চুরে বল।

রা। পাঁশ্‌শ টাকা নগদ্ আর চুণ্ডী স্নুটের গহনা দিতে হবে।

উ। বরের খাট্ বিছানা, দান্ সামগ্রী, ফুল্‌শয্যা, এসব দিতে হবে কি?

রা। না না, পাঁশ্‌শ টাকার ভেতর সব, দান্ সামগ্রী বল আর বরাভরণই বল, কিছুই দিতে হবে না, ওর ভেতর

সব্। (কিয়ৎক্ষণ পরে) থাক্, আর বাতাস্ কত্তে হবে না (পাখা নেওয়া)।

উ। ছেলেটি কেমন? তাদের আছেই বা কেমন? আমার মেয়ে সুখে থাকবে ত? আমার ছেলে পুলে নেই, আমার করুণাই সব; করুণার যদি কোন কষ্ট হয়, তা হলে আমার মরণই ভাল।

রা। করুণা কি তোমারি? আমার কি কেউ নয়? আমার ছেলে হয়নি, করুণাই আমার ছেলে।

উ। হ্যাঁ গা, ছেলেটি দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন?

রা। আমার যে জামাই হবে, সেটি সর্ব্বগুণাকর, যেমন দেখ্‌তে তেমনি লেখা পড়ায়, এণ্ট্রেন্‌শ্ পাশ্ করে এল্, এ, পড়্‌চে।

উ। এলে ফেলে বুঝিনি, পাশ্ করেছে কি?

রা। হ্যাঁ, একটা পাশ্ করে আর একটা পাশের পড়া পড়্‌চে; আমার যেমন একটি মেয়ে, তাদের তেমনি একটি ছেলে; শম্ভুবাবুও মহাশয় ব্যক্তি, তাঁর বেশ্ সঙ্গতি আছে, বাড়ীতে সর্ব্বদাই ক্রিয়া কর্ম্ম হয়ে থাকে; এমন সম্বন্ধ যে জুট্‌বে এ আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম্ না, কারণ আমরা হলুম্ গরিব্, তাঁরা হলেন বড় মানুষ, বড়মানুষে আর গরিবে কি মিস্ খায়? তবে যে হচ্চে, সে নিছাত করুণার কপাল্ যোর। আর তাঁরা যে আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা কচ্চেন, সে কেবল মেয়েটিকে দেখে বইত নয়?

কিন্তু দেখ গিন্নি! এটা তুমি বেশ্ জেনো যে লাক্ কথা না হলে একটা বে চোকে না; এখন বিধির লিখন, যদি ভবিতব্যি থাকে হবে, না হলে সব মিথ্যা। পাকা পাকিত করে এসেচি, আমার মনে হয় না যে এ কায্ সমাধা কত্তে পারব; আবার ঘটক্ বলেচে কি, যে মহাশয় এ কায্ সমাধা করে দিতে পাল্লে, পঞ্চাশ্ টাকার একটি পয়সা কম নোবোনা, আমি তাতেই এক রকম মাথা নাড়া দিইচি, কি জানি, যদি এমন সম্বন্ধটা হাত ছাড়া হয়ে যায়; ভেবে ভেবে বুড়ো বয়সে প্রাণটা গেল; যাহোক এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি পাত্রস্থ কত্তে প্যারি, তবে সকল বিষয়ই মঙ্গল।

উ। তাদের কি কি গহনা দিতে হবে? ফর্দ্দ দিয়েচ কি?

রা। হাঁ, এই ধরনা——নিচের হাতের দুখানা, চুড়ী আর পিন্থাড়ু, ওপর হাতের তিন খানা, অনন্ত, জস্ম্ আর তাবিজ্; গলায় দুখানা, সাতনর্ আর চিক্; কাণে কান্-বালা আর চৌদানী; কোমরে গোট্, আর মাথায় ফুল্, এই গেল সোণার; পায়ে রূপর মল্, আর পাঁইজর, এই দিতে হবে। যেমন করে হ'ক, নগদ্ আর গহনাতে অতি কম করে কত্তে গেলে দেড় হাজার টাকার কমে কোন মতেই হয় না, আর এর ওপর্ লোক জনের খাওয়া দাওয়া আছে, যেমন করে হ'ক দুটি হাজারের

কমে থাই পাওয়া যাবে না, বিষয় আশায় তেমন নেই, নিহাত গরিব্, কি করেই বা কার্য্য সমাধা করি ; (কিয়ৎ ক্ষণ পরে) হরি তুমিই ভরসা !

উ। যাহোক্, এখন্ ত ওসব ভাবলে চল্‌বে না, এ কায্ তোমায় শেষ কত্তেই হবে, জিনিস্ পত্র বেচেই কর আর যে রকমেই পার, এ কায্ যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, মেয়েত আর রাখা যায় না, শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে ত্যারয় পার হয়ে এই জষ্টিমাসে চোদ্দয় পড়্‌বে ; (কিয়ৎ-ক্ষণ পরে) তোমার ঘুম হয় কি করে ? আমার যে গা বিষ্২ কচ্চে।

রা। (হাত নাড়িয়া) আহা ! চেষ্টা প্রায় তুমিই কচ্চ কি না ? সম্বন্ধটা প্রায় তুমিই কল্লে।

উ। যাও যাও, এখন্ ন্যাক্‌রা ভাল লাগে না ; বশেখ্ মাসের ভেতর করুণার যদি বে না হয়, তা হলে নিশ্চয় দেখ, আমি গলায় দড়ি দোবো।

রা। অ্যাঁ ! বল কি গিন্নি ? তুমি আমায় পরিত্যাগ করে যাবে ? আমি এই বুড়ো বয়সে কোথায় দাঁড়াব ? গিন্নি ! তুমি একটু খানি নয়নের অন্তরাল হলে আমি যেন জোনাক্‌পোকা দেখি ; ও বাবা ! বুড়ো বয়সে দোজ পক্ষের স্ত্রী কি এই রকম্ ! কি কথায় ত বুড়োকে মাত্তে পারে ? এখন তুমি গলায় দড়ি দাওনি, তাই-তেই যেন আমি চোকে কানে কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনি,

কান্ যেন ভোঁ ভোঁ কচ্চে, তুমি মলেত আমি এক দণ্ডও বাঁচব না ; যদি তুমি মর তা হলে দেখ্‌বে, আর লোকে বল্‌বে যে রামসদয় মুকুয্যে স্ত্রীর সঙ্গে সহগামী হয়েচে।

উ। এখন এস, তোমার আর ঠাট্টায় কায্ নেই, রাত্রি অধিক্ হয়েছে, খেয়ে দেয়ে সোবে চল।

রা। একান্তই—তবে চল।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হরনাথ বাবুর বহির্ব্বাটী।

হরনাথ বাবু, হানিফ্ ও জয়নাল আসীন।

হ। তোরা এখন কি বলিস্ বল্।

হা। (যোড় হস্তে) বাবু, মোদের এবার র‍্যাৎ করতি হচ্চে।

হ। আমার কাছে র‍্যাৎ ফ্যাৎ হবে না, আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে, আমি একটি পয়সাও রাখব না।

হা। মোদের আপনি না রাখ্‌লি রাখ্‌বে কেডা? আপনার দোয়াতে মোদের ছাবালরা দুটো খাতি পাচ্চে, আর বেশি বলব কি? কি যে হতি লেগেছে তা সে খোদা জানতি পারতেচে।

হ। তোর মিষ্টি কথা রাখ্, আমি কিছুই শুনব না, আমাকে আজ সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

হা। বাবু, আপনি সব্ পার, মোদের রাখ্‌লি রাখ্‌তে পার, কাট্‌লি কাট্‌তে পার, আপনি হচ্চ মুনিব্, মুনিব্‌কে রাইওৎদের এক আধ্‌টা কতাডা রাখ্‌তি হয়।

হ। কি কথা বল্।

হা। (যোড়হাত করিয়া) আর খাজ্‌নাডা এবার মোগাকে র‍্যাৎ কর্‌তি হচ্চে।

হ। আমি ও কিছুই শুনব না, তোদের জোর্ নাকি? যা বল্‌বি তাই শুন্‌তে হবে? মর বেটারা আমার যেন গুরুঠাকুর এসেচেন্, পদে পদে কথা রাখ; আমা হতে ও কিছুই হবে না, আর কিছুতেই শুনব না, দেখ্ দেখি, আদায় কত্তে পারি কি না?

হা। (পা ধরিয়া) বাবু গো, আপনি মোগার মা বাপ, ছাবালের কথাডা রাখ্‌তি হচ্চে, মুই দেবো কনে থেকে, হতভা গলায় পা দিলি, মারা পড়ব যে, যোর কল্লি, আপনারে আঁট্‌তি পারি কৈ? (পা ছাড়িয়া দেওয়া।)

হ। তোদের বল্‌তে কি আসলে লজ্জা হয় না? গত সনের খাজ্‌না দরুণ যে তোর ঠেঙ্গে পাঁশ শিকে পাওনা আছে, তা কৈ দিইচিস্‌?

হা। অজ্ঞে না।

হ। দেখ্‌ দেখিন্‌, লেড়েদের আদপে বিশ্বাস কত্তে নেই, কথায় বলে, "লেড়ের নেই ইষ্টি, তেঁতুলের নেই মিষ্টি"; যাহোক্‌, এবার আমি একটি পয়সাও রাখ্‌ব না, দিতে হয় দে, না দিস্‌ চলে যা, আমি আদায় কত্তে পারি কর্‌ব।

হা। তা একথা মোগাকে বল্‌তি পার, ঝাহোগ্‌, এবারে বিশ্বান কর, মোগার বাড়ীতে বড় বিপদ্‌, মোর ছোট খোকার হায়জার্‌ ব্যামো হয়েছে, তার জন্নি যেন শরীলে যোর পাত্তিচিনি। বুকের ভেতর যেন ধড়্‌ফড়্‌ কদ্দিলেগেছে; দোহাই আল্লার, কোন্‌ শুমুন্দি একড়া কথা ঝুট্‌ বল্‌তি লেগেছে, এবার বাবু, কথাডা রাখ্‌তি হচ্চে, আপনি না কানে কল্লি, কানে কর্‌বে কেডা?

হ। আচ্ছা, এক কায্‌ কর্‌গেযা, তোর ঠেঙ্গে যা ধান্‌ পাওয়া যাবে, পাঠিয়ে দিগে যা, আর খাজ-নার্‌ অর্দ্ধেক দিগে যা, এর ওপর কথা কইলে, কিছুই হবে না।

হা। বাবু, আপনার কথাডাই মঞ্জুর; তবে হাচ্ছাক, একড়া মোরা নিবেদন করি, গরিব গোরবার্‌ এক

আধ্‌ড়া কথা শুন্‌তি হয়; বলি খান্‌ডা পেটিয়ে দেইগে আর খাজ্‌নার মদ্দি পাঁচ্‌ডা টাকা পেটিয়ে দেইগে।

হ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) না তা হবে না; ওরকম কল্লে একটি পয়সাও রাখ্‌ব না।

হা। (স্বগত) ও বাপুরে, শুমুন্দির ভাই যেন, সাঁপের মত গোঙ্গ্‌রাত্তি লেগেচে।

হ। মনে কল্লুম্‌, বেটার বাড়িতে অসুখ্‌, কম্‌যম্‌ করে নেওয়া যাক্‌, ওমা, যত ভাল মান্‌সি কর ততই চেপে ধরে, আমার এক কথা, যা বলিচি তাই, কিছুতেই অন্যথা হবে না।

হা। ঝ্যা বল তাই, মোরা কর্‌ব কি? খোদার মর্‌জি, আর মোদের নসিব্‌ (করাঘাত) এবার আল্লাও মেরেচেন্‌, মুচ্‌লুম্বে ধানও জন্মাইনি, খোদা দেনেওয়ালা, সব্‌ খোদারি মর্‌জি।

হ। যাক্‌, (জয়নালের প্রতি) তো বেটার কি? বল্‌, বেলা হয়েছে।

জ। (যোড়হাত করিয়া) মুই আর বল্‌ব কি; ঝা বিবেচনা হয় কর।

হ। আমার বিবেচনা টিবেচনা নেই, তুমি বেটা ভারি হারাম্‌জাদা, তোমার কাছে একটি পয়সাও রাখ্‌ব না; এখন কি দিবি দে।

জ। তুমি হচ্চ মুনিব্‌, তুমি যদি না শোন্‌বা, তা হলি

দেখ্‌চি যে মোগার্ বাঁচ্‌বার দাখিল নেই, ঝ্যাহোক্, করে কম্মো ল্যাও, আর বেশি বল্‌ব কি।

গৌরীর প্রবেশ।

হ। আরে এস।

গৌ। কি হচ্চে কি ?

হ। আরে ভাই, জ্বালাতনে পড়িচি, ডুবেটা রেওতকে নিয়ে সেই অবধি বকাবকি, আমি ত আর পারিনি।

গৌ। তবু কি হয়েছে শুনি।

হ। আরে তুমি জরনাল্ বেটাকে জানত ? বেটার ঠেঙ্গে ডুবিশ্ ধান্ পাওয়া যাবে, খাজ্‌না প্রায় আঠার টাকা পাওয়া যাবে, আবার বকেয়া বাকি খাজনা তাও কিছু পাওয়া যাবে ; আমি এ কি করি বল দিকিন্ ? বকে বকেত আর পারিনি ছাই।

গৌ। আমিও বিশেষ জানি, ও বেটারা ভারি পাজি, মোচন্‌মান্ কি কখন ভাল হয় ? যাহোক্, হানিফের কি হল ?

হ। যাহোক্ ও এক রকম চুকেচে, ওর বাড়ীতে ব্যায়রাম, বেশি পেড়াপিড়ী কল্লেম্ না, তবু খাজ্‌না অর্দ্ধেক আর ধান্‌টা সমস্ত দিচ্চে।

গৌ। আমায় ওমনি ডুবেটাতে পড়ে ভারি জ্বালাতন করেচে, আমি তাদের কিছুতেই বাগাতে পাচ্চিনি ;

তুমি হাতে পেয়েছ যখন, ছেড়না, করে কম্মে নাও।

হ। আর কি করে নিতে বল? ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে ফেল্‌চে যে? এর পরে দিতে পারবে না।

জ। দিলেসা কদ্দিচি, কিছু কিছু দিয়ে শোধ কর্‌ব।

হ। আচ্ছা, তোর কাছে দুবিশ্‌ ধান্‌ আর আঠার টাকা খাজ্‌না পাওয়া যাবে, কত দিবি বল্‌?

জ। এক বিশ্‌ ধান্‌ আর চেড্‌ডে টাকা দেবো।

হ। দেখেচ গৌরী, বেটার আক্কেল দেখ দেখি; আমিও কিছুই শুন্‌ব না, কাল্‌ তোমার নামে নালিস্‌ কর্‌ব; ঘরটা আছে গোটা দুত্তিন নাঙ্গলা গরুও আছে; (অন্য দিকে সচকিতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) গৌরী? কে মেয়ে মানুষটি এদিকে আস্‌চে হ্যা?

গৌ। বল্‌তে ত পারিনি, মুখ না দেখ্‌লে কি করে বল্‌ব, যে গোম্‌টা দেওয়া রয়েছে।

হ। (এক দৃষ্টে স্ত্রীলোকের প্রতি) তাই ত।

থাকমণির প্রবেশ।

থা। হরনাথ বাবু আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে; (ক্রন্দন।)

হ। তোমার কি হয়েছে?

থা। (কাঁদিতে ২) আমার কপাল পুড়েগেছে।

গৌ। ওঃ বুঝিচি, ওঁর বুঝি স্বামী মারা গেছে?

থা। হ্যাঁ গো। (ক্রন্দন।)

হ। (স্বগত) আঃ ভাল জ্বালাতনে পড়্‌লুম্ ত? আমার বাড়ীতে মড়া কান্না কেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বস বস শোনা যাচ্চে; (জয়নালের প্রতি) তার পর তুই কি বল্?

জ। হাঁ বাবু, ও মেয়েতি কাঁদ্দি লেগেচে কেন্? ওনার কি হয়েছ্যাল গা?

হ। ওরে ওর স্বামী মারা গেছে।

জ। ও হ্যাতক্ষণে বুঝিচি, ওনার খসম্ মারা গেছে, তেনার জন্যি কাঁদ্দি লেগেচে।

হ। হ্যাঁরে হ্যাঁ, এখন তোর কি বল্?

জ। মেয়েতি এসেচে, ওনার ঝাহোগ্ বিচার কর।

থা। (কাঁদিতে ২) ওগো গরিবের কথাটা আগু শোন, তার পর অন্যের———

হ। ও এতক্ষণে বুঝিচি, তুমি রাজকুমার বাঁটুজ্যের পরিবার নয়?

থা। (ক্রন্দন করিতে ২) হ্যাঁ।

হ। তুমি কি চাও বল? আমাকে আবার কাচারী যেতে হবে, মকদ্দমা আছে, অধিক বেলাও হয়েচে।

থা। (কাঁদিতে ২) আমি কিছুই চাইনে, তুমি বাবা দেশের মুরুব্বি, বড়লোক, বিশেষ পাড়া প্রতিবাসী বলে এখন আমার মুরুব্বি, যাতে তাঁর সদ্গতি হয়, এইটে বাবা বিহিত্ করে দাও, আমার আর কেউ নেই, আমি যে কি

বিপদে পড়িচি, তা আমি আর কি বল্‌ব ঈশ্বরই জানেন্‌, আমার যা হয়েছে তা যেন শত্রুরের না হয়, আমি বড় বিপদে পড়িই তোমার বাড়ী এসেচি, না হলে কে কোথা আবার স্বামীকে ফেলে চলে আসে? (চক্ষু মুছিতে ২) ভাগ্যিস্‌ গয়লা বৌ এসেছিল তাই তাকে সেখানে বসিয়ে আমি এখানে এসেচি; আমি না এলে ত কোন কায্‌ হবে না? এই জন্যে বাবা তোমার কাছে দৌড়ে এসেচি, যা হোক্‌ বাবা, একটা বিহিত্‌ করে দাও, আমার আর তিন কুলে কেউ নেই বাবা।

হ। (হাত নাড়িয়া) আমি কি কর্‌ব বল? মকদ্দমা ছেড়ে ত তোমার মড়া বইতে পারিনি? কিছু চাও দিতে পারি, এর বেশি আশা হতে হবে না, আমার কাছে শাফ্‌ কথা; আর গৌর যদি কিছু কত্তে পারে, তা ওঁকে বল।

গৌ। (স্বগত) তাইত, কাঁদা দিতে হ'ল বুঝি। (কান্‌ চুল্‌কাইতে ২ প্রকাশ্যে) হরনাথ! তুমি জানই ত আমার পরিবারের পাঁচ মাস অন্তর্সপ্তা, আমার দ্বারা হবেই না।

থা। হরনাথ বাবু, আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে, আর না— আপনার কি দোষ? যা আমার কপালে আছে, তা কে খণ্ডাবে? (কাঁদিতে ২) বিধি! এত দুঃখ দিয়েও কি তোর আশা মিট্‌লো না! ওঃ এ দুঃখ কি মলেও যাবে? এমন পোড়া দেশেও আছি, যে কেউ আমার

মুখের দিকে চাইলে না আর ভাবলেই বা কি হবে আমাদের বামুনের দ্বারাত হলনা, যাই—যদি অন্য কেউ কিম্বা গয়লাবৌ এর বিহিত কত্তে পারে; (চক্ষু মুছিয়া, সক্রোধে) আমার ত আর তিনকুলে কেউ নেই, আমিত কাশীবাসী হবই, কিন্তু আমি বলে যাচ্চি (যাইতে ২) যেন এপোড়া দেশে মানুষে বাস্ করেনা, আর এরকম গ্রামের মোড়ল থাকতে দেশের কখনই ভাল হবেনা; দেশের কত্তাম যেন তে রাত্তিরের ভেতর ঘুচে যায়।

থাকমণির বেগে প্রস্থান।

হ। আমোলো মাগী, বাড়ী বসে গালাগাল্ দিয়ে গেল?

গো। যে যা বলুগ্‌গে, তোমার শোনবার দরকার কি?

হা। হ্যাঁগা বাবু, ও মেয়েডির হ'ল কি?

হ। যাক্‌গে, ওসব কথায় তোদের কায্ কি? এখন তুই যা স্বীকার কল্লি, তা কাল্ দিবি ত?

হা। মুইত বল্লাম্, (মাথা চুল্‌কাইতে ২) তবে————

হ। (সবিস্ময়ে) তবে কিরে ব্যাটা লেড়ে? এই না তুই বল্লি যে সমস্ত ধান আর পাঁচটা টাকা কাল্ সকালিই পাঠিয়ে দিবি?

হা। মুইত এখন বল্‌তিচি, তবে মোর জেট্‌তুতো ভেয়েরে আর চাচিরে তেনাদের জিজ্ঞেসা পড়া করে, কাল,————

হ। এতক্ষণ ব্যাটা জাট্‌তুতো ভায়ের কথাও বলেনি আর চাচির কথাও বলেনি। ব্যাটা টোঙ্গর লেড়ে কি না, কত

ভাল হবে? (সক্রোধে) আমি ত কিছুই শুন্‌ব না, তোর বাড়ীতে ব্যামো হোগ্, তোর ছেলে মরুগ্, যাখুসি তাই হোগ্, আমার তাতে কি? আমার টাকা হলেই হল, ব্যাটা শোরখেগো লেড়ে।

হা। (সক্রোধে) বলি আপ্‌নি ত্যাহন হতি আর হ্যাতক্ষণ অব্‌ধি যা খুসি তাই বল্‌তি লেগেছ কেন? আপনুগার খোসামোদ কদ্দি কদ্দি মোর পরাণডা ব্যারে গ্যাল, আর সহ্যি কদ্দি পাত্তিচিনি, শরীল যেন জল্‌তি লেগেছে মুনিব বলে কিছু বল্লাম্ না, না হলে হ্যাতক্ষণ———

হ। (সক্রোধে জুতাশুদ্ধ পদাঘাত) কিরে শালা লেড়ে, আমার কি করবিরে শালা? জান না, এখুনি জুতিয়ে লম্বা করব।

গো। (জুতাশুদ্ধ দুজনকে পদাঘাত) শালারা জান না, এখুনি জুতিয়ে খাল্ খিঁচে দোবো?

জ। (নিরুত্তর ও কম্পন)

হা। (কাঁদিতে২) বাবু, রাইওত জনকে এমন করে কি জোতান্ জোতাতে হয়? পিটির ছাল্ চামৃড়া ছিট্‌কে পড়ে রক্ত পড়্‌তি লেগেছে।

হ। রক্ত পড়ছে ত কার কি? টাকা নিয়ে আয় ধান্ নিয়ে আর রক্তও পড়্‌বে না, আমার কাছে সাফ্ কথা।

হা। (কাঁদিতে২) বলি দিন পাঁচেকের মদ্দি আপনুগার করে কম্মে লিয়ে এস্‌ত্তিচি।

হ। না তা হবে না, কাল সকালের ভেতর যদি দিতে পার,

ভালই, না হলে কালই দেখতে পাবে; মনে কল্লুম ব্যাটার বাড়ীতে অসুখ, বেশি পেড়াপিড়ী কর্ব্ব না; আমি সমস্ত জুতোর চটে আদায় কচ্ছিলুম্, আর কল্লুম না; মনে কল্লুম দূর হোগ্ ছাই ব্যাটা আবার মনে দুঃখ কর্ব্বে, আজ্‌কের দিন্‌টা র‍্যাৎ করি, কাল্‌কে সক্কালে যেখান থেকে পায় এনে দেবে, ও বাবা তা নয়।

গোঁ। তুমি ব্যাটাকে আজ ছেড়ে দিলে, আমি হলে দুব্যাটা-কেই আজ চোপরদ্দিন এই খানে বেঁধে রাখ্‌তুম্; শেষকালে টাকা দিতে পথ পেত না।

হা। (দাঁত কড়মড় করিয়া, স্বগত) সুমুন্দি ভেয়েদের মোদের দলিচে পাতাম্ তাহলি এমন্ চড়ান্ চড়াতাম্ সুমুন্দি ভেয়েরা জান্‌তি পাত্ত।

হ। (জয়নালের প্রতি) তুই কাল্ কত দিবি?

জ। চেড্‌ডে টাকা, আর ———

হ। গুখেকোর ব্যাটা লেড়ে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা? (জুতাশুদ্ধ পদাঘাত)

গোঁ। হ্যাঁরে গুখেকোর ব্যাটা, পাজি ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা ভেড়ের ভেড়ে লেড়ে, আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা? (জুতাশুদ্ধ পদাঘাত)

জ। (কোমরে হাত দিয়া কাঁদিতে২) ওঃ মলাম্‌রে, ও হানিফ চাচা, দুজনায় মাত্তি মাত্তি মোর পাচাটা গুঁড় করে ফ্যালালে, জ্বালার চটি মোর কাল্ ঘাম্ ছুট্‌তেচে, ওঃ মোর

বড্ডি হাঁফ্ লেগেচে; ও বাবু মোগারে একডু পাণি দে পরাণডা বাঁচাও।

হ। ব্যাটাকে আবার জল্ দেবে, ব্যাটার মুখে পেচ্ছাপ করে দাও।

গৌ। যেমন ব্যাটা পাজি লেড়ে, তেমনি এখন ঠিক্ হয়েছে।

হা। (যোড় হাত করিয়া) বাবু আজ্‌কে মোদের র‍্যাৎ কর।

হ। তা আমি কখনই শুন্‌ব না।

জ। জুৎমাফিক্ পেটিয়ে দেবো, য্যাহন্ হবে, ত্যাহন কি মুই—

হা। আরে দূর হোগ্, তেমু যদি শোন্‌লে, বল্লি পরে কানে কয়না; হ্যাদ্যাক্ মোড়লের পো শোন্, আর খ্যাচর খ্যাচর কৰ্দ্দি লেগেছিস্ ক্যান্, ঝা হবার তা হয়েছে, মুইও ঝা দোবো, তুই ও তা দিস্।

জ। আচ্ছা ভাই দোবো, কর্‌ব কি।

হা। তা বাবু মোদের বড়ই হ্যাক্‌মোদের মানুষ, ওনারে কিছু বল্‌তি হবে না।

হ। আমি ও সব্ জানিনি, কাল্ সকালে সমস্ত চুকিয়ে দিতে হবে; আমি আর থাক্‌তে পারি নি, বড় বেলা হয়েচে, চল্লুম।

গৌ। হ্যাঁ চল।

হরনাথের একদিক দিয়া ও গৌরীর অন্যদিক্ দিয়া প্রস্থান।

হা। শুমুন্দির ভাই বড় জোতান্ জুতিয়েচে, শুমুন্দিরে একবার পালি হয়, এমন বাগান্ বাগাব তা খোদাই জান্‌তি পার‌তেচে।

জ। (সক্রোধে) দ্যাথ হানিফ্ চাচা, এর শোধ্ তোলপ্, তোলপ্, তোলপ্, তবে মুই এক বাপের ফয়দা; আমার নাম জয়নাল, কোন্ শুমুন্দি না মোরে চেনে র‍্যা ?

হা। র, চুপ্ দে; আস্তি কথা ক, বামন শুমুন্দি টের পালি হাড়ের মাস্ খায়ে ফ্যালাবে।

জ। (উচ্চৈঃস্বরে) ওঃ অমন ঢের মেগোর ভেয়েরে দেখে লিচি; মনে কল্লি ওর মেগোর জ্যাত খাতি পারি।

হা। তুর শুমুন্দির ভাই, অ্যাহন্ চুপ্ দে, এহান্ হতি চ।

জ। (চক্ষুরক্তবর্ণ ও দাঁত কড়মড় করিয়া) ওঃ কি বল্ব, গাও য্যান জল্তি লেগেছে।

হা। মোর যে কি হতি লেগেছে তা আর কি বলব, শরীলে জ্বালা ধরেছে।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রামসদয় বাবুর অন্দর বাটী।

রামসদয় ও উমাসুন্দরী আসীন।

রা। (বিষন্নবদনে উপবেশন্ হইয়া) না, আর পারিনি ছাই, পাঁচ বেটায় পড়ে দেশ থেকে তাড়ালে দেখ্‌চি, কোন ক্রমেই টেঁক্‌তে দিলেনা।

উ। তবু কে কি বল্লে? আমাদের পাড়ার চাঁই মশাই কি বলে? তাঁর মত কি? বে ভে আস্‌বেত?

রা। (সক্রোধে) তার মাতা আর মুণ্ডু, সে বেটাইত কুর গোড়া, যত কচ্চে সে বেটা বইত নয়? ক বেটা গোঁড়ায় পড়ে খালি পরামর্শ আঁট্‌চেন্‌, আর সকলেইত রাজি আছে।

উ। তবে এরকম করবার্‌ কারণ কি?

রা। কারণ আবার কি? আমি বেণী মুকুয্যেকে নেমন্তন কল্লে, তারা আস্‌বে না।

উ। এর মানে?

রা। তারা এই কথা বলে যে বেণী মুকুয্যের মেয়েটি খারাপ্‌ হয়েছে, তাঁরে নেমন্তন্ন কল্লে, আমরা কিরূপে তাদের সহিত আহার ব্যবহার করি।

উ। (গালে হাতদিয়া) ওমা সেকিগো, এ কথাত কখন শুনিনি. পরের নামে একটা দোস্‌ দিলিই হোল, আমরা ত এস্তু-নাগাত্‌ দেখ্‌ছি, সেত তেমন্‌ রীত্‌ চরিত্রের মেয়ে নয়, তাহলে কি আমরা শুন্‌তে পেতুম্‌না? পাড়ার লোক্‌ হয়ে আমরা কেউ কিছু শুন্‌লুম্‌ না, অপর পাড়া এরমধ্যে শুন্‌লে? মিছিমিছি বল্লেই হল? পরের নামে দোষ্‌ দিলিই হল বল্‌তে কি তাদের মুখে আট্‌কায় না?

রা। এই কে বলে বল।

উ। যে যা বলুগ্‌গে, আমাদের শোন্‌বার দরকার নেই, পরের জন্যেত কুটুম্ব ত্যাগ্‌ কত্তে পারিনি।

(নেপথ্যে) দাদা বাড়ী আছ ?

রা। (উচ্চৈঃস্বরে) হ্যাঁহে, বাড়ীর মধ্যে এস। (স্ত্রীর প্রতি) তুমি একটু সরে দাঁড়াও, আর উঠে যেতে পারিনি।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান ও প্রতিবাসীগণের প্রবেশ।

এস ভাই, বস।

(সকলের উপবেশন)

১ম প্র। এলুম একবারদেখ্তে, কি রকম হচ্চেটচ্চে।

রা। অবশ্য, তোমরা দেখবে না তো আর দেখ্বে কে ? তোমরা হচ্চ আপনার লোক, বল্তে গেলে একই বাড়ী. তোমাদেরইত দেখা উচিত।

২য় প্র। বিবাহ হ'ল কবে ?

রা। এই ২৪ এ বৈশাখে।

৩য় প্র। তবে হয়েও এলো, আর দেরি নেই।

রা। দেরিত নেই, আমি এক মহা ক্যাসাতে পড়েছি, আমি যে কি করব, ভেবে কিছুই ঠিক্ কত্তে পাচ্চিনি।

২য় প্র। ক্যাসাত্ আবার কি ? কি কত্তে হয় বলুন্, আমরা সব্ করব, আপনাকে কিছুই ভাবতে হবেনা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রা। নাহে ভায়া———

১ম প্র। তবে কি ? কোন রকম টাকার সুবিধে কত্তেপারেন্ নি ?

রা। (চিন্তা করিতে ২) তা ও নয়।———

৩য় প্র। আপনি অত ভাবচেন কেন ? স্পষ্ট করে বলুন্না

কি হয়েচে, কোন্ বিষয়ে আপনার ক্রটি হচ্চে? তা ভেঙ্গে চুরে বলুন্, আমরা প্রাণপণ শক্তিতে করব, যাতে আপনি এ বিষয় হতে মুক্তি পান্ তার আমরা সবিশেষ চেষ্টা পাব।

১ম প্র। এ আর একবার করে বল্‌তে; পাড়ার মধ্যে উনিই এক জন আছেন; আমাদের মুরুব্বি বল, বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, কৈ এঁর মত ত আর আমাদের পাড়ায় নেই, এঁর কত্তে কেনা যত্নবান হবেন?

২য় প্র। ঠিক্ ত।

রা। হয়েছে কি জান ভাই, আমিত এই বিবাহ উপলক্ষে গ্রামশুদ্ধ সকলকেই নেমন্তন্য করিচি, তা সকলেই আমাকে সাহস দিলেন, জিজ্ঞাসা পড়া কল্লেন, আমি ও সব্ বল্লুম্—

২য় প্র। ভাল কথা, আদোক্ত কথাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি. বিবাহ হ'ল কোথা?

রা। এই যে মনিরামপুরের শম্ভু বাঁটুয্যের বাড়ী।

২য় প্র। মনিরামপুর! সে আবার কোথায়?

রা। এই যে পূবে,—এখান থেকে কোশ্ তিনেক্ পথ হবে।

২য় প্র। তারা লোকটা কেমন্? ছেলে কি করে?

রা। তা সকল দিকিই ভাল, শম্ভুবাবু যে মহাশয় ব্যক্তি, বেশ সঙ্গতি আছে, তাঁর একটী ছেলে, ছেলেটী এন্ট্রেন্স পাশ করে এল, এ পড়্‌চে, জুটেচে ভাল, তা এখন হলে হয়।

২য় প্র। তা হয়ে যাবে, যখন ভদ্রলোক পাকা দেখে গেছে, তখন কি আর বলতে আছে? ভদ্রলোক মুখে বল্লেই

হ'ল, একি আর নড়্ চড়্ হবার যো আছে।

৩য় প্র। যাক্, এখন ওসব কথা; দাদা? তার পর কি হোল?

রা। তার পর সকলেইত আমার বাড়ী পাধ্বুলো দেবেন্ এইত কথা; এর মধ্যে হরনাথ চাটুয্যে বেঁকে বসেছেন্, এবং তাঁর গোটা কতক্ গোঁড়াও এই সঙ্গে বেঁকেছেন, কাযেই বাবু যা বলবেন তা না শুন্‌লে হবে কেন? (কিয়ৎক্ষণ পরে) আসল কথা এই, যদি হরনাথ এরূপ করে তাহলে আমাকে তাঁর খোসামোদ কত্তে হয়েচে, কারণ আমাদের দেশের একটা বড়লোক, পয়সাও আছে, সকলে মান্য করে, দেশের অধিকাংশই লোক তাঁর দিকে; কাযেই, আজ্ কাল্ যার পয়সা আছে, তার দিকে সকলেই ঘেঁসে, কেজ্ঞানে ভদ্রলোক আর কেজ্ঞানে ছোট লোক; কিজ্ঞান ভাই, এর ভেতর একটা কথা আছে, যদি সে লোকের হানি করবার চেষ্টা করে তা ও সহজেই কত্তে পারে; কারণ, ওর্ হাতে ছুটো পাঁচটা লোক আছে, মনে কল্লে দেশটায় আগুনই দিতে পারে, কে কি ওর্ কর্‌বে; অগাধ পয়সা আছে, যাখুসি তাই কত্তে পারে, কে ওর সঙ্গে লাগ্‌বে? বিশেষ আবার সেটা কাট্ গোঁয়ার, কাওকে ও ভ্রূক্ষেপ করেনা। (কিয়ৎক্ষণ পরে) যাক, এখন আমি করি কি? ভেবে চিন্তে ত কিছুই ঠিক কত্তে পারিনি।

১ম প্র। অবশ্য, আপনি যা বল্লেন, তা সবই সত্য, কিন্তু রাগ্‌বার কারণ টা কি?

রা। সে কি বলে জান, আমাদের বেনী মুকুয্যেকে নেমন্তন্ন কত্তে পারবে না।

১ম প্র। কিসে দরুণ?

রা। বলে—বেনী মুকুয্যের মেয়েটি খারাপ হয়েছে, আমরা কি করে তার সঙ্গে আহার ব্যবহার করি।

২য় প্র। এ ত বড় সর্ব্বনেশে কথা।

১ম প্র। তাইত, পরের নামে মিছিমিছি দোষারোপ কল্লেই হ'ল? আমরা ত এর বিন্দু বিসর্গও জানিনি।

৩য় প্র। আরে জান্‌বে কোথ্‌থেকে? মিছি মিছি রটিয়েচে বই তো নয়; ভদ্র লোককে ঠায় অপদস্থ করা, তাদের বলতেত আর পয়সা লাগেনা, বল্লেই হ'ল।

রা। এখন তোমরা পাঁচ জনে বল, আমি করি কি?

১ম প্র। আমার মাথা আর মুণ্ড—আর বলব কি; বলবার ত কিছুই নেই, আমাদের যেন পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে গেছে।

২য় প্র। বাস্তবিক, মুখদিয়ে যেন আর কথা সরেনা, দেখে শুনে যেন আমি হতভোম্বা হয়ে গেছি।

৩য় প্র। দাদা আপনাকেত এর যাহোক বিহিত কত্তে হচ্চে, চুপ করে বসে থাক্‌লেত আর চলবেনা, কাল্‌ বাদে পরশু বে, এরত এখন একটা উপায় দেখ্‌তে হবে।

রা। উপায় এখন তোমরা, যা কত্তে বল তাই কচ্চি, দেখে শুনে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে; তোমাদের পাঁচ

জনের যুক্তিতে যা ভাল হয়, তাই বল—আমি তা কত্তে স্বীকার আছি।

৩য় প্র। বিলক্ষণ, আপনি হচ্চেন্ আমাদের মুরুব্বি, আমাদের কোন কিছু জিজ্ঞাসা কত্তে হলে, আমরা আপনার কাছে আসি; আপনার কি এখন চুপ্ করে বসে থাকা চলে? এখন যাহোক একটা সৎপরামর্শ করুণ, যাতে এ কাযটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

রা। তোমরা ত বল্লে হে ভাই, আমার মাথায় আগুন জ্বল্‌চে, আমি যে কি বল্‌চি আর কি কইচি, তা আমার জ্ঞান্ নেই; (কিয়ৎক্ষণ পরে) বল কি! আমি এই সমস্ত রাজ্জীময় নেমন্তন্য করে এলুম, কম্ কি পরিশ্রমের কায? বিশেষ আমি একা, আমার কি আর শরীর বয়? না, আমি আর কিছু কত্তে পারি? বয়েস্ ত আর কম নয়; কি জান ভাই, কন্যাদায় উপস্থিত, আমি না কল্লে আর কে করবে? সেই জন্যে, কাযেই আমায় সাহস করে লাগ্‌তে হয়েচে, এইত আমি নির্জ্জীব মানুষ, এর ওপর কেউ মনস্তাপ দিলে, আমি কি আর পারি—না আর শরীর বয়? আমি যেন মচ্ছিভঙ্গ হয়ে পড়িচি, মাথা যেন বোঁ বোঁ করে ঘুচ্চে, আমার কি আর এসব পোষায়?

৩য় প্র। তা এ কথা বড় মিথ্যে নয়, এখন ত যাহোক্ আপনাকে একটা বন্দোবস্ত কত্তে হচ্চে, শুভকর্ম্ম ত পরের জন্যে আট্‌কে থাক্‌বে না।

রা। তাত নয়ই—দেখা যাক্, কিসে কি হয়।

গৌরীকান্তের প্রবেশ।

গৌ। দাদা, আপনি কি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

রা। হ্যা ভাই, বস; (গৌরীর উপবেশন) তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলুম্, তোমার ত দেখা পাইনি, আমি খুড়ীকে বেশ্ করে বলে এসেছি, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হই; তাই এসে দেখ শুন; আর যেন বেসি কিছু বলতে না হয়, যা হাবার তা হয়ে গেছে, যখন মুখ বাঁকা বাঁকী ছিল তখন ছিল, এখন যেন আর থাকে না, তোমরা হচ্চ আপনার লোক্, তোমরা যদি করুণার বের্ সময় না আস, না দেখ শোন—তবে নাচার: তোমাদের যদি পরের মত বুঝিয়ে বলতে হয়, তবে আর কি বলব বল।

গৌ। না, আমাকে কিছু বলতে হবে না, তবে—(চিন্তা করিতে২) ও পাড়ায় যে একটা মস্ত গোল শুন্‌ছিলুম্।

রা। (সবিস্ময়ে) তবু কি শুন্‌লে? হ্যাঁ, হরনাথের কাছে তোমার যাতায়'ত আছে কি না; আমার কাছে যেন চেপে রেখনা।

গৌ। না না, আমার চাপ্‌বার কি দরকার বলুন্, আমি যা শুন্‌লুম্—তা ঠিক বলচি্।

রা। বল, বল।

গৌ। আপনি ওপাড়ায় নেমন্তন্য কত্তে গিয়েছিলেন্?

রা। (সবিস্ময়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর?

গো। তাই ও পাড়ার লোক হরনাথকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, আপনার নাম করে, যে বে তে কি রকম যাওয়া হবে, তা হরনাথ এই কথা বল্লে, আমরা রাম সদয় মুকুয্যের বাড়ী যেতে পারি, যদি সে নিজ পাড়ার কাকেও না বলে; আর এ যদি না হয়, তা হলে আমাদের যাওয়া হবে না; এতে যদি কেউ আমার কথা না শুনে রাম সদয় মুকুয্যের বাড়ী যায়, তা হলে আমি তাকে একঘরে কর্‌ব, আমার কোন কাযেই তাকে বল্‌ব না।

৩য় প্র। ওঃ অহঙ্কার দেখ।

১ম প্র। এ ত কম্ তেজের কথা নয়?

রা। তোমরা দেখ, আমি মাথা মুণ্ড কি করি বল দিকিন?

গো। দেখ্‌ছি, একটা মস্ত গোল্ হবে, কিন্তু যদি হরনাথকে আপনারা ছেড়ে কত্তে পারেন, তবে তাই করুন্ না কেন।

২য় প্র। প্রায় তাঁর জন্যে আটকে থাক্‌বে কি না।

গো। তাবড় মিথ্যে নয়।

২য় প্র। প্রায় আর কি।

গো। দেখুন তবে।

রা। (সক্রোধে) ভায়ের কি কথা এই? কোথায় আমায় সাহস দেবে, যাতে আমি এদায় হ'তে উদ্ধার হই, তা করা গেল, কিনা যাতে আমি হতাশ্বাস হয়ে পড়ি, তাই

তুমি কচ্চ? এখন কি তোমার শক্রতা করা উচিত? তোমার দোষ কি? জ্ঞাৎ শত্রু কি না?

গো। আপনার কি শক্রতা কল্লুম্? দেখুন্, যদি আপনার শক্রতা করি, তা হলে বোধ করি আপনার এ গ্রামে থাকা হয় না।

রা। (সক্রোধে) তুই যা, তোর ক্ষমতা যা আছে তা তুই করিস্, শুধু তুই কেন, তোর বাবু হরনাথকেও বলিস্ যা করবার্ না হয় কর্‌বে।

গো। তাকে আবার কেন, সে লাগ্‌লে যে তোমার ভিটস্থ ঘুঘুস্থ কোর্‌বে।

রা। ওরে জানি জানি জানি, আমার প্রায় ৫৭।৫৮ বৎসর বয়েস হতে গেল, আমার আর কারোয় জান্‌তে বাকি নেই, আমি বল্লে পরে হরনাথকে ধূয়ে দিতে পারি।

গো। তবু, কি বল না, শোনা যাগ্।

রা। ওরে সে বেটার এত কেঁড়েলি কেন বল দেখি? কথায় কথায় বলা হয় কি, ওর্ বাড়ী খাবনা, ওর্ বাড়ী যাব না, ওর্ সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্‌বনা, এত কেন? পয়সা আছে বলে নাকি ভয় কত্তে হবে? যাকে তাকে বেশ্যা বলা, এর মানে কি বলত? দেখ দেখি, বেণী মুকুয্যের বাড়ীর নামে কলঙ্ক? মিছিমিছি ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলেকে দোষারোপ করা? আহা কি আমার খড়্‌দার্ গোঁসাই গো, বাছা কিছু জানেন্

না, ভাজা মাছটী উল্টে খেতে জানেন্ না, বল্‌তে গেলে ওর্ নাড়ী নক্ষত্র বল্‌তে পারি।

গৌ। কি তবু বলনা।

রা। ওর বাড়ীতে কিছু দোষ নেই ?

গৌ। কি দোষ ?

রা। (সক্রোধে) তবে বলি শোন্, আমার কাছে পাকা কথা শোন্, তোরা ত সে দিন্‌কার ছেলে, তোরা জানিস্ কি ? ও বেটার কতদূর বদ্‌মাইসি—তা শোন্, বেশি কিছু বল্‌তে চাইনি, গোড়া থেকে আগা পর্য্যন্ত বল্‌তে গেলে ২।৩ খানা বই তইরি হয়ে যায় ; ঐ হরনাথ, ঘোষেদের একটা মেয়ের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর রয়েছে, তাকে কত ফুস্‌লে ফাস্‌লে, কত টাকা কড়ি দিয়ে, তবে তাকে নষ্ট করেছে ; ঈশ্বর কি নেই ? যাঁর প্রভাবে রাত দিন হচ্চে, রোব্‌বারের পর সোম্‌বার হচ্চে, তেমনি ওর্ স্ত্রীটা এক গয়লার সঙ্গে রয়েছে, অধর্ম্ম করা কদিন চলে ? যেমন দর্প, তেমনি দর্প চূর্ণ হয়েছে, ও আবার পাঁচজনকে বলে কি করে ? ওর্ কি এক গাছা দড়ি জোটে না ? ওঃ কি আমার দেশের মোড়ল্ গো ? যে নিহাত মুর্খ, যার এক মুটো যোটে না, সেই ওর্ খোসামোদ্ কর্‌বে, তা বলে আমি কর্‌ব না, কিছু বলিনি বলে বটে, নিহাত মাথায় চড়ে বসেচে—আমোলো।

(গৌরীকান্তের অধোবদনে স্থিতি)

১ম প্র। গয়লাটা কে?

রা। আরে—ওর্ বাড়িতে একটা গয়লা চাকর নেই?

১ম প্র। হ্যাঁ হ্যাঁ—আছে বটে।

২য় প্র। ও বাবা এ আমরা কখন শুনিনি, এইতে এত অহ-ঙ্কার? এবার কি নিয়ে অহঙ্কার কর্‌বেন? আমরা যে দেশ শুদ্ধ রাষ্ট করে দেবো।

৩য় প্র। এইবার যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয়েচে; কি গৌরী বাবু, মুখে যে আর কথা নেই? থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে ত? অত বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়।

গৌ। (সক্রোধে দণ্ডায়মান্) আচ্ছা—দেখা যাক্।

গৌরীকান্তের বেগে প্রস্থান।

৩য় প্র। আচ্ছা হরনাথের গোঁড়া ত? তার দিকে হয়ে কত কথা বল্লে—শুন্‌লেন্ ত।

রা। আমার শোনা আছে, তোমরা শোন, ওরা চিরশত্রু। প্রায় ২০ বৎসর ওদের সঙ্গে বনাবন্‌তি নেই, আজ কি? ওর্ বাপ্ থাক্‌তে এরূপ চলে আস্‌চে, আজ্‌কে কি আর মিল্ হয়? (নিস্তব্ধ থাকিয়া) ওরা আমার পোঁদে লাগ্‌তে কশুর্ করেচে—না কর্‌বে? ঐ এখন বাবুকে খবর দিতে চল্লো।

৩য় প্র। যাক্‌গে, ওতে আপনি ভয় খাবেন না, না হয় ওরা আস্‌বে না, আর ত কিছু নয়? আপনার ত

শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়ে যাবে, তার ত কিছু বিঘ্ন হবে না ?

রা। ঐ ত সন্দেহ, ও বেটা সব্ পারে, গিয়ে হয় ত তাদের ভাঙ্‌চিও লাগাতে পারে, যখন ও বেটা পরের জাত্ কুল্ খেতে পারে, তখন ও কিনা কত্তে পারে ?

৩য় প্র। আপনি অত ভাব্‌বেন্ না, ভাব্‌লে কিছুই কায্ হবে না, বেশি দিন্ নেই, আপনাকে ত সবই উয্‌যুগ কত্তে হবে, আপনি না কল্লে—কর্ব্বে কে ? যদি আপনি এই নিইই রাত দিন্ ভাব্‌বেন্, তাহলে ত কোন কাযই হবে না।

রা। তা তুমি ঠিক্ বল্‌ছ, অন্যায় ত বল্‌ছ না।

৩য় প্র। হ্যাঁ, তবে এখন আমরা আসি, আপনি বেশি উৎসুক্ হবেন্ না, আমরা ত আপনারই আছি, দরকার হলেই ডেকে পাঠাবেন্—আমরা আস্‌ব।

২য় প্র। তবে আসি, আপনার কিছু ভয় নেই, আমরা আছি।

১ম প্র। দাদা, বসুন তবে—আসি।

রা। এস ভায়ারা, তোমাদের নিইই আমার ভরসা, যেন ভুলে থেকো না।

১ম, ২য় প্র। আপনার বলা বাহুল্য।

৩য় প্র। আমরা হলুম্ ঘরের লোক, আমাদের কি আর বল্‌তে হয় ?

একদিক্ দিয়া প্রতিবাসীগণের প্রস্থান ও অপর দিক্ দিয়া উমাসুন্দরীর বেগে প্রবেশ।

উ। আমি তোমার জন্যে কি কর্ব্বো বল দিকিন্? আমি কি মাথা মুড়্ খুঁড়ে মর্‌ব নাকি? আমি তোমায় কিছুতেই পাল্লুম্ না।

রা। কি হয়েছে?

উ। (গালে ঠোনাদিয়া) তোমার মাথা আর মুণ্ডু, তোমার ছেরাদ্দ, তোমার পিণ্ডি, তুমি মরনা আমার হাড় জুড়োয়, গায়ে বাতাস্ লাগে।

রা। আঃ কেন গুচ্চির ছেরাদ্দ পিণ্ডি খাচ্চ?

উ। তোমার হয়েছে কি, তোমায় খুন্ কল্লেও গায়ের জ্বালা যায়না।

রা। কর কর কর (মাথা হেঁট করিয়া অগ্রসর হওয়া) বুড়োর ওপরই যত চোট।

উ। না, হবেনা, মুখে আগুণ তোমার, গলায় দড়ি যোটেনা? নিম্‌তলার ঘাট, ধর্ম্মের ষাঁড়, ওমা ছি, ছি, ছি, একটু বুদ্ধি নেইগা, বুড়ো হলে কি সব বিটকেল্ হয়?

রা। হ্যাঁ তাবটে, বুড়ো হলে সব খারাপ হয়ে যায়।

উ। আ মরণ আর কি, কথা কইতে লজ্জাও করেনা, কথায় বলে———

"নির্ল্লজ্যকে নাহি লাজ্ নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমাণ ॥"

ওমা! কাল বাদে পর্স্বু তোমার মেয়ের বে, যাতে হয় এদায় থেকে উদ্ধার হতে পাল্লে হয়, ওমা তা গেল, এ কিনা লোকের সঙ্গে ঝগ্ড়া, আবার কিনা শক্রুরের কাছে হরনাথ চাটুয্যের নিন্দে করা?

রা। না বলবেনা, সে বড় কসুর করে কিনা, সে পরের নামে মিছি মিছি বলেছে বলেত আমি বলিচি, তাকে কি ভয় করে চলতে হবে? প্রায় আমি তার মাসহারা খাই।

উ। মাসহারা খাও আর না খাও, আমি সে কথা বল্‌চিনি, সে পরের নামে বলুগ টলুগ্ যা খুসি তাই করুগ, তোমার কথায় কায কি? যখন সে আমাদের দেশের বড় মানুষ, তাকে সকলেই মানে, তখন তার বিপক্ষে দাঁড়ালে তুমি পার্‌বে? আর এখন তোমার কন্যাদায়— কোথায় তুমি পাঁচজনের খোসামোদ করে কায্ উদ্ধার করে নেবে—তা নয়, কিনা আদোত যে পাড়ার মোড়ল তাকেই চটান?

রা। চটুলেত বড় বইই গেল, আমাকে যিনি বলবেন্, আমি ও তাকে সাম্‌নে দুকথা শুনিয়ে দোবো, এত ভয় কত্তে গেলে চলেনা।

মা। কাযেই যে ভয় কত্তে হচ্চে।

মা। আমি এখানে আর থাকচিনি, বে টা হয়ে গেলে হয়।

মা। দুর্গার ইচ্ছে হয়ে গেলেত বাঁচি, নাহলে কিসের ভাবনা? আর একটা মেয়ে নেই যে ভয় কত্তে হবে?

রা। তা বই কি।

মা। বসে থাকলে চলবেনা, যাতে মেয়ের বে টি শুভাল-ভালিতে হয়, তাই করগে; (হাত ধরিয়া) এখন এস, খাবে দাবে এস।

রা। হাঁ চল, কিন্তু খেতে ত ইচ্ছে কচ্চেনা।

উ। মেয়ে ছেলের বেদিতে হলে ঐ রকমই হয়, এখন এস।

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ঘোষেদের বাগান।

হরনাথ কুমুদিনীকে দেখিয়া রক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান।

কুমুদিনী আসীনা।

কু। (গালে হাত দিয়া) ওমা! মিন্‌সেটা ঠিক্ সাম্‌নেগা, ভাগ্যিস্ পেচন্ পেচন্ আসিনি তা হলেত্তে আজ ভারি মুস্‌কিল কত্ত? ধম্ম রক্ষে; (উচ্চ হাস্য করিয়া) আবার পোড়া দুঃখে হাসিওপায়, মিন্-সেটা আমায় দেখে বল্‌ছে কি, কেরে ওদিকে যায়?

আমি না ঐ কথা শুনিই, একেবারে বাগানের ভেতর দৌড়, তারপর বল্‌ছে কি, তবে বুঝি ঘোষেদের বাগানে একটা গরু ঢুক্‌লো; আমার ঐ কথা না শুনে হাসিও পাচ্চে আবার মনে ভয় ও হচ্চে, যাহোক, যার্ জন্যে এত কষ্ট করা, তার একবার দেখা পেলে হয়। (পরিক্রমন)

হ। (স্বগত) হাঁ বাবা, আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কিছুই টের্ পাইনি, কি কি বলেশোনা যাক্।

কু। (সক্রোধে) উঃ সেকথা মনে হলে এমনি রাগ হয়, যে মাগীকে খেঙ্‌রে বিষ্ ঝেড়ে দিই, আমায় বলে কিনা ঢলানি, খান্‌কি, আ মর্ মর্ মর্, আমি খান্‌কি? (হাত নাড়িতে২) ওলো তুই কিলা? তুই খান্‌কি নোস? তোর্ যে বাপ্ চোদ্দ পুরুষ খান্‌কী, তোদের ছেলে বুড়োতে যে খান্‌কী, বাড়ীসুদ্ধ যে খান্‌কী, আমায় বলতে লজ্জা করেনা? আ মর্ হারামজাদী খান্‌কী, ছুঁচ বেটি, নচ্ছার বেটি, আমার কিনা বলিস্ খান্‌কী? ওলো তোদের মতন্ কিনা, আমি যাকে ভালবাসি, তাকে অকাতরে পয়সা দিচ্চি, আমিত আর পয়-সার মায়া করিনি, আমিত আর তোদের মতন পেসাদার্ নই, আমি ত আর তোদের মতন্ খান্‌কী নই, আমার কথা ছেড়ে দে, তোরা আর মুখ্ নাড়িস্‌নি, তোদের পাড়ার আর কিছু জান্‌তে

বাকি নেই, ওলো, তোরা বাজারের মতন্ দোকান পেতে থাকিস্, আমার ত আর তা নয়, আমি যাকে নিয়ে আছি তাকে নিইই আছি, তোদের মতন্ আমার ত আর পাঁচটা নয়? কি আমার খড়দার মা গোসাই ঠাকরুণ গো! আসুগ্না, আমি সব্ কথা বলে দোবো. তাহলে বাছা ধনেরা মনের মতন ওষুধ্ পাবে এখন। (পরিক্রমণ)

হ। (স্বগত) কুমী আজ ভারি রেগেচে, দেখা যাক কতদুর দৌড়।

কু। মিছিমিছি কার্ ওপর্ বকে মচ্চি, চোরের ওপর রাগ্ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া, যাক ওসব কথা এখন; (চিন্তা করিতে২) ওটার্ বিষয় এখন করি কি? আজকেত যাহোক্ তাকে একটা জবাব্ দিতে হবে; বাগান্‌টা ছেড়ে দোবো কি? যখন ধরেচে, তখন দিতিই হবে; যখন এত টাকা কড়ি দিয়ে এলুম, তখন আর কোন লজ্জায় না বাগান্‌টা ছেড়ে দোবো? (পরিক্রমণ)

হ। (স্বগত) হাঁ বাবা তবে হয়েচে।

কু। দুর্‌তোর্ টাকা কড়ি, যখন তার করে প্রাণ সমর্পন করিচি, তখন তার কাছে ত টাকা কড়ি তুচ্ছ, প্রাণ পর্য্যন্ত যখন দিতে পারি, তখন একটা সামান্য বাগান্। (পরিক্রমণ)

হ। (স্বগত) এস বাবা এখন পদে এস, যার জন্যে এত

ভাবনা তা এতদিনে সকল হলো, লুকিয়ে থেকেত বড় উপকার হয়েছে, যথার্থ এতদিনে ওর্ মনের কথা পেলুম।

কু। আহা! তার্ মুখখানি মনে পড়লে আমার যেন জ্ঞান্ থাকেনা, যথার্থ কি সে ভাল বাসে? আমি তাকে প্রাণতুল্য ভালবাসি, সে কি আমায় বাসে না? আমি তার্ জন্যে টাকা, টাকা বলে জ্ঞান করিনি, এতেও কি সে বিশ্বাস ঘাতকের কায্ কর্‌বে? বল্‌তেও পারিনি, পুরুষের মন্ বোঝা ভার্, নুতন পেলে, পুরনর দিকে একবার চায়ওনা; কথায় বলে;——

"পুরণ গু হল মাটী।
নুতন গুয়ে তেলক কাটি।"

বোধ হয়, সে এমন হবেনা। (পরিক্রমণ)

হ। (স্বগত) বাবা, আমায় চিন্‌তে পাল্লেনা? থাক, এখন্ চিনেও কায্ নেই, বেটীর ঠেঙ্গে মেলা পয়সা আছে এখন ওর্ গোড়েই গোড়্ দিতে হবে, চটান হবেনা।

কু। তাইত, এত রাত্তির হল, কৈ এখন যে এলনা? এত মাথার দিব্যি দিইছি—আস্‌বেনা কি?

হ। (স্বগত) আস্‌তুম না, কাযেই আস্‌তে হয়েছে।

কু। একবার ইদিক উদিক করে দেখি, হয়ত কোন খানে বসে আছে; আমার যেমন প্রাণ্টা করে তার তেমন ত করেনা! (পরিক্রমণ)

হ। দেখ্‌চি আমার দিকে ভারি পড়্‌তা, এমন্ সুযোগ কি আর কখন পাব? এইত সময়, দাঁও কি ছাড়্‌তে আছে, যখন পেয়েছি, কোণাতে ছাড়্‌বনা, কিন্তু আমি যে এতক্ষণ এখানে লুকিয়ে ছিলুম তা কখনই বলা হবেনা, তা হলেই ফস্‌কে যাবে, যাই আর দেরি করা হবেনা, (ধীরে২ অগ্রসর হইয়া কুমুদীনির নয়ণ আবৃত করিয়া, প্রকাশ্যে) আমি কে বল দিকিন্?

কু। বল্‌ব বল্‌ব, তুমি আমার হৃদয় রত্ন! দাও ছেড়ে দাও; (ছাড়িয়া দেওয়া) এত যে দেরি হ'ল?

হ। এই মাত্র কাছারী থেকে আস্‌চি, এখনও আমি মুখে হাতে জল দিইনি, তোমার সঙ্গে বলা কওয়া আছে, তখন কি আমি আর থাক্‌তে পারি? কাছারি থেকে এসেই তোমার কাছে দৌড়ে এসেছি।

কু। আজ্‌কে আবার কাছারিতে গিয়েছিলে কেন?

হ। সাধে কি যাই, প্যায়দায় যাওয়ায়।

কু। কেন? কি হয়েছে কি?

হ। (মুখ বিষন্ন করিয়া) আমার যা হয়েছে, তা ঈশ্বরই জানেন।

কু। তবু কি হয়েছে? আমি কি শুন্‌তে পাইনি?

হ। শুন্‌লে কি আর হবে বল, বুঝ্‌তুম্——

কু। কেন? আমার দ্বারা কি তোমার কখন উপকার হয় নি? না কখন করি নি? তুমি ত ভারি বেইমান্!

হ। না না, তা আমি কি বল্‌ছি, তুমি যা আমার করেচ, তাকি আমি মলেও ভুল্‌ব? তবে এবারে মহা ফ্যাসাদে পড়িচি, আমার হাতে একটীও পয়সা নেই, এই মকদ্দমাতে যদি হারি, তা হলে নিশ্চয়ই জান্‌বে, যার নাম তিন্‌টী বৎসর——

কু। অ্যাঁ, এমন কি মকদ্দমা যে তিন্ বৎসর মেয়াদ্ হবে?

হ। তুমি কি জান না?

কু। কবে আবার জান্‌লুম?

হ। একজনেরা আমাকে জাল্ মাম্‌লাতে ফেলেচে, তাতে অগাধ পয়সা চাই, আমার কাছে একটিও পয়সা নেই, মকদ্দমা চালাতে পাচ্চিনি, না পাল্লে নিশ্চয়ই জেল্।

কু। ওমা কি সব্বনেশে কথা! তবে কি হবে? এমন মকদ্দমায় কেন হাত দিয়েছিলে?

হ। আমি কি সাধ করে দিইচি? যাহোক্, এখন উপায় কি?

কু। কত টাকা লাগ্‌বে?

হ। তবু (চিন্তা করিতেং) অতি কম্ জম্ করে পাঁশ্শ টাকার কমে কিছুতেই নয়।

কু। আমি এখন করি কি? আমার ঠেঙ্গে ত একটিও পয়সা নেই।

হ। তোমার কাছেই আমার সম্পূর্ণ আশা ছিল, যদি তুমিই না দিতে পাল্লে, তবে আমার আর উপায় নেই; নিশ্চয়ই জেনো, এই আমার শেষ দেখা।

কু। তা আমি এখন করি কি? শ তিনেক হলে হবে না?

হ। পাঁশ্শ যা বলিচি, এর কমে কিছুতেই হবে না, বরঞ্চ, কিছু বেশি হলে ভাল হয়, আমি কি তোমার কাছে প্রবঞ্চনা কচ্চি ?

কু। দেখি, নিদেন্ গহনা বন্ধক দিয়ে দোবো।

হ। (স্বগত) হাঁ বাবা সময়ে ঠিক কোপ্ পড়েচে, এখনও আর একটা বাকি; (প্রকাশ্যে) তুমি ভিন্নত আমার আর উপায় নেই. এখন তুমি দাও, তারপর আমি দোবো।

কু। তার জন্তে ত কিছু আট্কাচ্চে না, আমিত বল্লুম্ দোবো; যাহোক্ তোমার হাসিমুখ না দেখে, আমার প্রাণটা কেমন কচ্চে—একবার হাস না ?

হ। শুধু শুধু হাস্‌ব ? লোকে যে পাগল্ বল্‌বে, এখন ও হাস্‌তে একটু দেরি আছে।

কু। কেন, কিসের দরুণ, বল, আমা দ্বারায় যা হবে, তা কত্তে প্রাণপণ শক্তিতে ক'র্‌ব।

হ। (চিবুক ধরিয়া) দেখ তুমি এমনি আমায় ভাল বাস বটে, আমিও তেমনি তোমায় এক দণ্ড না দেখ্‌তে পেলে, যেন ধুঁদ্‌বো ফুল দেখি, আকাশ পাতাল্ যেন কি ভাব্‌তে থাকি।

কু। তুমি না আমায় ভাল বাস্‌লে, তোমার প্রতি আমার মোন্ হবে কেন ?

হ। ঠিক্ ঠিক্; (কিয়ৎক্ষণ পরে) কৈ আমায় হাসালে না ?

কু। আমি তোমায় কি করে হাসাব ?

হ। তুমিই পার্‌বে, এক কথা বল্লেই পার্‌বে।

কু। তবু কি কথা? তোমার এত কথা শুন্‌তে পাল্লুম, আর একটা কথা শুন্‌লিই যদি হাস—তা আর পার্‌ব না?

হ। বাগানের বিষয়!

কু। আমিত কাল্ একরকম বলিইচি, যে বাগান্ দোবো।

হ। একরকম আবার কেন, স্পষ্টই বলনা।

কু। হঁ্যা, দোবো দোবো দোবো, এখন হয়েছে ত।

হ। কারণ কি জান, যত শীঘ্র হয় তত আমার পক্ষেই ভাল, তোমার জন্যে আমার বাগান্‌টা তৈরি হচ্চেনা, তবে কালই লেখা পড়া করে দাও।

কু। আচ্ছা তাই হবে, এখন হাস।

হ। (উচ্চহাস্য) হো হো হো হো, হিহিহিহি (ক্রমান্বয়)

কু। (কুমুদিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে২) আ মরণ আর কি, হাস্‌বার ছিরি দেখ।

হ। কেন, তুমি যে আমায় হাস্‌তে বল্লে।

কু। এমনি হাসি যে আর থামেনা; (কিয়ৎক্ষণ পরে) হঁ্যা, একটা কথা ভারি মনে পড়ে গেছে, আমার একটি কথা শুন্‌বে?

হ। তোমার কথা আবার আমি শুন্‌বনা? তুমি যা বল্‌বে আমি তা যদি না করি—দিব্যি গাল্‌ব?

কু। তোমায় আর দিব্যি গাল্‌তে হবেনা, তুমি যখন মুখে বলেছ তখন করাই হয়েচে।

হ। হঁ্যা, তাই বিশ্বাস কোরো, কখন কোন জন্মে অবিশ্বাসী মনে কোরোনা—কি কথা?

কু। ও পাড়ার সেই দুগ্গামনি আমায় আজ যাচ্ছেতাই অপমান্ করেচে।

হ। তবু কি বলেচে?

কু। আমাকে কিনা ঢলানি খান্‌কী বলে।

হ। (সক্রোধে) আঁ্যা, কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! ঘাড়ে এত রক্তের যোর্! এত অহঙ্কার! আমার কুমিকে বলে কিনা খান্‌কী?

কু। আমি ত আর দুটো পাঁচটা কত্তে যাইনি, আমি তোমায় নিইই আচি।

হ। ঠিক যথার্থইত, যারা দুটো পাঁচ্‌টা করে, তারাই হ'ল যথার্থ খান্‌কী, একটা কল্লে কি আর খান্‌কী হয়? (চিবুক ধরিয়া) ও সব কথায় কিছু দুঃখ করোনা; হরনাথ চাটুয্যেকে ভয় করেনা এমন লোক দেখিনি, না কল্লে তার্ মাথা উড়িয়ে দোবোনা; এখন মিছিমিছি বক্‌লে আর কি হবে? (কিয়ৎক্ষণ পরে) আজ রাত্‌টা অপব্যয়ে গেল, কোন আমোদই হ'লনা; যাহোক তুমি একবার সুধা ঢাল দিকিন্?

কু। ওমা! সুধা ঢাল্‌ব কি? এমন কথাত কখন শুনিনি।

হ। আহা! ঢালনা; অত কেঁড়েলিতে কায্ কি? গাজে তেল্ দিতে হবে নাকি? না হয় বল তাও দিই।

কু। অমি তাকি বল্‌চি, সুধা ঢালব কি বল?

হ। এইত বাবা বুঝ্‌লেনা, তার মানে একবার তোমার মধুর

কণ্ঠস্বর ছাড়; আহা! তুমি গাইলে যেন আমার ঘুম্ আসে. গান্ ত নয় যেন ঘুম্ পাড়াবার ওষুধ।

কু। আচ্ছা তুমি আগু গাও, তার পর আমি গাইব।

হ। আমি না গাইলে তুমি গাইবেনা? আচ্ছা আমি গাচ্চি, কি গাইব বল?

কু। তোমার সেই গান্‌টি॥

হ। আচ্ছা, তবে গাই শোন।

গীত।

নারী বিনে অন্য ধনে কোন্ জন মজে রয়।
স্ত্রীধনে বঞ্চিত হয়ে পথে বসে কাঁদে হয়॥
নারীগণে কর ভক্তি, যদি চাও হতে মুক্তি,
শাস্ত্রে বলে নারী শক্তি একথা ত মিথ্যা নয়॥
ভাই বল বন্ধু বল, পিতা আর গুরু বল,
যোগী ঋষি যোদ্ধা বল নারী ছাড়া কেবা রয়॥
যদি কভু মান ভরে, দুটী চক্ষু রাঙ্গা করে,
সর্‌সে ফুল ধরা পরে দেখ্‌তে অমনি হয়॥
লুচি পাঁটা মনোহরা, ডিমে করা থানা ভরা,
স্যাম্পিন্ গেলাসে করা রাবিস্ বইত নয়॥
তাই মন্ বলি তোরে, নারীরে চটিওনারে,
নারীরে ভজিলে পরে পাপ তাপ দূরে যায়॥

কু। তোমার এই গান্‌টি বড় মজার, যত বার শুনি ততই মিষ্টি লাগে, পূরণ আর হয় না।

হ। গেয়েছিত; এইবার তুমি গাও।

কু। কি গাইব?

হ। যা তোমার ইচ্ছে, তুমি যা গাইবে তাই মিষ্টি।

কু। আচ্ছা, তবে গাই।

হ। খুব গাবে, ছশোবার গাবে, তা আবার বল্‌তে।

গীত।

করুণা নয়নে নাথ! চেও অভাগীর পানে।
জনমের মত আমি পড়ে আছি ও চরণে॥
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, যাগো সদা তুমি প্রাণে,
তোমা বিনে অন্য ধনে কভুনাহি ভাবিমনে।
ভাল বাসা রেখ মনে, জেন প্রাণ ও জীবনে॥
যদি ভাব অন্য জনে জলাঞ্জলি দোবো প্রাণে।

হ। আহা! কি সুমধুর কণ্ঠস্বর! যেন ক্ষীরে গলাটা ভেজানো!

কু। নাও, তোমার আর ঠাট্টা কত্তে হবে না।

হ। তোমায় যদিনা ঠাট্টা করবো, তবে ক'রবো কাকে? (ক্ষণেক পরে) আজ অনেক রাত্তির হয়েছে, তবে এই পর্য্যন্ত খতম্ করা যাক।

কু। হাঁা; আজ অনেক রাত্তির হয়েছে।

হ। তবে যাওয়া যাক্; কিন্তু দেখ, কাল্‌কের বিষয়, যেন মনে থাকে।

কু। আমায় বেশি আর বলতে হবেনা, তা তুমি কাল সকালেই পাবে।

হ। আমিও তাই বলছিলুম্, তবে যাওয়া যাক্।

কু। হ্যাঁ। আমিও যাই।

এক দিক দিয়া হরনাথের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া কুমুদিনীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

হরনাথ বাবুর অন্দর বাটির দর্ দালান।

কমলা আসীনা।

ক। আঃ, আপদ্‌টা বেরিয়েচে, বাঁচা গেছে; যতক্ষণ না বেরুচ্ছেলো ততক্ষণ যেন গাটা কেমন কেমন কচ্ছিল: (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ, একে যে ডেকে এলুন্, তা এত দেরি হচ্চে কেন? আমাকে বল্লে তুমি যাও, আমি গরুগুলো ঘরে তুলে যাচ্চি, এখনও কি গরু তোলা হলোনা? আমার যে আর দেরি সয়না, যত দেরি হচ্চে তত যেন বোধ হচ্চে রাত্ ফুরিয়ে গেল, একটুখানির মধ্যে আমোদ আহ্লাদ কত্তে হবে, তার মাঝে এত দেরি কেন? সে পোড়ার মুখো বাড়ী থাক্‌লেত আর কিছু হ[redacted]যো নেই; ড্যাক্‌রা যেন যমদূত্, দেখলেই ভয় করে; যখন সে হতভাগাটা বাড়ী থাকে, তখন যেন কমলা আর সে কমলা নয়? যেন তাকে কতই ভাল বাসে, আমর্ বেইমানি কল্লে কি ধম্মে সয়? দেনা কল্লেই শুধ্‌তে

হবে—একি জাননা? যাহোক্, এখন পরের ভাবনা ভাব্‌তে গেলে চলেনা—এলে যে হয়।

রাধানাথের প্রবেশ

রা। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে২) বাবু চলেগেছেত?

ক। বাবুকে? এখন বাবুত তুমি; (রাধানাথের হাত্‌ধরিয়া) ভাল হয়ে এখন বস।

রা। (উপবেশন) সে কি রকম?

ক। এটা আর পোড়ার মুখো বুঝতে পাল্লেনা? (গালে ঠোনা দিয়া) এই হরনাথ বাবুর পালা গিয়ে এখন রাধানাথ বাবুর পালা এসেচে।

রা। ও হো হো, বটে বটে, তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি. জেতে গয়লা কিনা? বুদ্ধির দৌড় আর কত হবে? যাহোক্, (চিবুক্ ধরিয়া) তুমি আমায় নিয়ে নাড়াচাড়া কচ্চ বলে তাই, না হলে যে গয়লা সেই গয়লা।

ক। তোমাকে আবার গয়লা কে বল্লে? তুমি একজন মস্ত কুলীন্ ব্রাহ্মণ, তোমার কি আর গয়লার মত চেহারা? (চিবুক্ ধরিষা) অমাবস্যা আর কোথাও নেই।

রা। হ্যাঁগা, আমি কি বড্ড কাল? না চেহারা আমার খারাপ; (শরীরের প্রতি দৃষ্টি)

ক। কে বল্লে কাল? শত্তুরের হোগ্ কাল; (চিবুক ধরিয়া) আমার রাধানাথকে কাল বলে কে রা? চেহারাত নয়, যেন কাত্তিক কাত্তিক।

রা। গিন্নিমা!————

ক। দূর্ পোড়ার মুখো, এখন কি ও কথা বলে, মা বল্তে কি আর সময় পেলেনা? জেতে গয়লা কিনা?

রা। জেতে গয়লা যথার্থ, তা বড় মিথ্যে নয়, গিন্নিমা বলে২ অভ্যাস হয়ে গেছে কিনা তাই মুখ দিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে পড়েচে; যাহোক, তুমি কি আমায় কাত্তিক দেখ?

ক। আমার চোকেত তুমি ঠিক কাত্তিক, অন্যের কথা বল্তে পারিনি; কিন্তু দেখ আমার ছেলে পুলে হয়না বলে, আমি ফি বছর্ কাত্তিক পূজ করি, এবার আর কাত্তিক ঠাকুর কিন্বোনা, (চিবুক ধরিয়া) তোমায় এবার পূজ কর্‌ব।

রা। না, তুমি আমায় ঠাট্টা কচ্চ।

ক। না না, কে বল্লে?

রা। (চিবুক ধরিয়া) হ্যাঁগা তুমি কি আমায় ভালবাস?

ক। তোমায় আবার আমি ভাল বাসিনি? এই বশেখ মাসের দিনে যখন তুমি কাট্ কাট, গরুর্ জাব্‌দাও, দর্ দর্ করে যখন তোমার গা দিয়ে ঘাম্ পড়্তে থাকে, তখন ওম্‌নি আমার প্রাণটা কর্ কর্ করে ওঠে; ইচ্ছে হয়, তখুনি ভিজে গামছা দিয়ে তোমার গাটা পুঁছিয়ে দিই, কিন্তু কি ক'রব, পোড়ারমুখো যে যমের মত বসে থাকে, তাই জন্যে কিছুই কত্তে পারিনি; এক এক সময়ে আমার প্রাণটা যে কি করে, তা বল্তে পারিনি।

রা। তুমি এম্‌নি গয়লার ছেলেকে ভাল বাসই বটে, কিন্তু

দেখ কমল! বাস্তবিক সমস্ত দিন্ খেটে খুটে এখন শরীর্‌টে যেন আক্রান্ত হয়ে পড়ে, হাত পা গুলো কাম্‌ড়াতে থাকে।

ক। গা হাত পা টিপে দোবো? (টিপিতে উদ্যত)

রা। (হাত ধরিয়া) না না, তোমার আর দিতে হবেনা, যখন কথায় বলেচ, তখন দোয়াই হয়েছে; একটুখানি তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বসি। (তাকিয়া ঠেস্ দেওয়া)

ক। তুমি ভাল হয়ে বস—আমি আস্‌চি।

কমলার প্রস্থান।

রা। (স্বগত) ভাল বাসা এমনিই বটে, এরকম ভাল বাসা না হলে ভালবাসা? আমি জেতে গয়লা, কিন্তু আমার কপাল্‌টাও খুব্, (কপালে হাত)। (হাত নাড়িতে২)আমিও যে, হরনাথ বাবুও সে. আমি গরুর জাব্ দিই, তিনি দেন্‌না; তফাত এই বইত নয়? ধরনা কেন, আমি সক্ করে দিই; যাক্, কিন্তু কি আমার সাহস, যার্ তেজে বাগে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তারির ঘরে এই কাম? বাগের ঘরে ঘোঘের বাসা? আমার ত কম্ সাহস নয়? আর যাই হোক, কমলার বিষয় বলিহারি যাই, ও আছে বলে তাই, না হলে অ্যাদ্দিনে আমায় ঢুটুক্‌রো করে ফেলত।

কমলার জল খাবার লইয়া প্রবেশ।

ক। এই জলখাবার খাও; (জলখাবার দেওয়া) বশেগ মাসের দিনে কল্ ফুলুরি খাওয়া ভাল—ঠাণ্ডা হবে।

রা। তুমি খাবেনা ?

ক। আমি ত খাচ্চিই, আমার খাওয়ার জন্যেত বেশি কিছু আট্‌কাচ্চেনা।

রা। না, এস আমরা দুজনেই খাই।

ক। আচ্ছা, খাও, শেষে দেখা যাবে এখন।

রা। (আহারীয় দ্রব্য তুলিয়া, কমলার প্রতি) খাও।

ক। দেরি কচ্চ কেন গা ? তুমি খেয়ে নাও আবার সে এসে পড়্‌বে।

রা। আচ্চা এইটে তুলিচি—খাও ; (কমলার মুখে দেওয়া ও কমলার ভক্ষণ)

ক। তুমিও যেমন আমার মুখে তুলে দিলে, আমিও তোমার মুখে দিই ; (রাধানাথের মুখে দেওয়া ও রাধার ভক্ষণ)

নেপথ্যে-হ। ওরে দরজা খোল ?

রা। (আহারীয় দ্রব্য লইয়া সভয়ে উত্থান ও কাঁপিতে২) ঐগো বাবু এসেচে; ও কমল ! আমি কোথায় যাব ?

ক। ভয় কি ? কাঁপচ কেন ? আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তোমার কিছুই ভয় নেই।

নেপথ্যে-হ। (স্বক্রোধে) দরজা খোলনা।

রা। [redacted] এইবার বুঝি আমায় সাল্লে। (কম্পন্‌)

ক। অত কাঁপচ কেন ? ভয় কি ?

রা। কাযেই যে কাঁপ্‌তে হচ্চে ; (কমলার হাত ধরিয়া) দেখ কমল ! আমায় কেন তুমি ডেকে এনেছিলে ? আমার

কি এসব পোষায়? একায রাজা রাজড়াদেরই পোষায়; যে গোঁয়ার আজ কি বিভ্রাটই ঘটায়; কেন এ কুকর্ম্ম করে ছিলুম্, প্রাণ্‌টা আস্ত থাক্‌লে বাঁচি; কোন্‌ শালা আর এ কাযে ঘেঁস্‌বে!

নেপথ্যে-হ। (উচ্চৈশ্বরে) দরজা বুঝি খোলা হলোনা?

রা। ঐগো বাবা! এক একবার সাড়া দিচ্ছে, আমার প্রাণটা যেমন ধড়াশ্‌ ধড়াশ্‌ করে উট্‌চে; কমল! (কমলার হাত ধরিয়া) দোহাই তোমার, ইষ্টি গুরুর দিব্যি, মা কালী ঘাটের কালীর দিব্যি, আমাকে এযাত্রা বাঁচিও।

ক। অত ভয় কেন? আমি যথন রইচি, তখন তোমার কিছুই ভয় নেই; এই দালানে চুপ্‌ করে শুয়ে থাক, আমি এইগুলো সরিয়ে ফেলি; (রেকাবি সরিয়া ফেলা ও রাধানাথের দালানে শয়ন।)

নেপথ্যে-হ। আঃ (উচ্চৈস্বরে) দর্‌জা খুলে দাও না, এমন্‌ কি ঘুম্‌।

ক। একটু দাঁড়াও না, দরজা খুল্‌ব তবেত।

নেপথ্যে-হ। (উচ্চৈঃস্বরে) পাঁশ্‌শ ডাকে সাড়া পাওয়া যায় না? এমনি ঘুমুচ্চ?

ক। (চোক্‌ রগ্‌ড়াইতে২ দরজা খুলিয়া দেওয়া)

হরনাথ বাবুর প্রবেশ।

তোমার জন্যে সমস্ত রাত বসে থাক্‌ব নাকি?

হ। এর মধ্যে এত রাত্তির হয়েছে? (রাধার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ওকে? এখানে শুয়ে কেন?

ক। ও রাধা ঘুমুচ্চে, আমি ঘরের ভেতর শুলুম্, আর ওকে বল্লুম্ যে তুই এই দালানে শুয়ে থাক্, কখন বাবু আস্‌বে, দরজা টরজা খুলে দিতে হবে, তামাক্ টামাক দিতে হবে, এই জন্যে——

হ। (স্বগত) যা শুন্‌লুম্ তাই নাকি? না ও মিথ্যা কথা, (উচ্চৈস্বরে) রেধো!

রা। (সভয়ে উঠিয়া কাঁপিতে২) বাবা, আমায় মেরনা, আমাকে, ডে—কে——

হ। (স্বগত) তবে কি একথা সত্যি, নাহলে এ ব্যাটাইবা ভয় পাবে কেন? আর এখানেই বা শোবে কেন? (চিন্তা করিতে২) না, না, একায কি কখন হতে পারে? ও বেটা বায়রে শুয়ে, আমি ত স্বচক্ষে তা দেখিচি; গিন্নি ঘরের ভেতর শুয়ে, আবার দরজা দোয়া, না না, এ কথনই বিশ্বাস হয় না? ও কি জান, যতই সন্দেহ কর, সন্দেহকে আর পার্ নেই?

ক। কি বিজ্ বিজ্ করে বকচ?

হ। [redacted]ন কিছু নয়, তবে——

ক। (সক্রোধে) তবে কি বল? যা বলবে তা পষ্ট করে বল, আমি অমন্ বিজ্ বিজিনির ধার্ ধারিনি; আমার কাছে পষ্ট কথা।

হ। (স্বগত) গিন্নি চট্‌লে পরে আমার কোনমতেই ভদ্রস্থ নেই; অত কথায় কায কি, সচক্ষে দেখ্‌লেও আমার বাবার ক্ষমতা নেই যে গিন্নিকে এক কথা বলি; (প্রকাশ্যে) আহা! তুমি অত চট্‌চো কেন? আমি কি জন্যে বিজ্‌ বিজ্‌ কচ্চি তা একটুখানি পরে বল্‌ব এখন; (রাধার প্রতি) কিরে বেটা, কাঁপ্‌চিস্‌ কেন?

রা। (কাঁপিতে২) আ—জ্ঞে——

ক। ঘুমুতে ঘুমুতে বুঝি ডাকাতের স্বপ্ন দেখ্‌ছেলো, যেমনি তুমি চেঁচিয়ে ডেকেচ ওমনি আঁউ মাঁউ করে উঠেছে; হুঁ হুঁ হুঁ (হাস্য)

রা। হাঁ আপনি ঠিক বলেচ, আমার যেন একটা ডাকাত্‌ তরওয়াল্‌ দিয়ে পোঁদে খোঁচা মাচ্চিল, তাই জন্যে—

। ঠিক কথা বটে, আমি ও তোকে যোরে ডেকেচি, তুই ব্যাটাও বোধ করি ঐ স্বপ্ন দেখ ছিলি? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক্‌; (স্বগত) না, তা কি কখন হতে পারে? বিশেষ আমার বাড়ীতে? কার্‌ সাধ্য যে আমার বাড়ীতে মাথা গলায়? (প্রকাশ্যে) ঠিক্‌ঠিক্‌ (রাধার প্রতি) এই ব্যাটা, একটু তামাক্‌ দে দিকিন্‌?

। আহা! সমস্ত দিন্‌ খেটে খুটে মরে, তোমার [illegible] ত একটু ঘুমুতে পায়না। (রাধার প্রতি) ওরে যা যা, শুগে যা, আমি বাবুকে তামাক সেজে দোবো এখন্‌।

রাধানাথের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

(হর নাথের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া) তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমার জন্যে কি আমি ঘুমুতে পাব না? উনি কোথায় ইয়ার্কি মার্‌বেন্, আমি শালী ওঁর্ জন্যে বসে থাক্‌ব, না? (ক্রুদ্ধ হইয়া পরিক্রমণ)

হ। আহা! তুমি রাগই কর কেন ছাই?

ক। (স্বগত) আমার রাগ্ কররার্ জন্যে বয়ে গেছে, তবে মিছিমিছি রাগ্ না দ্যাখালে, কায্ চলে কৈ?

হ। রাত কি সাধে হয়েছে? তবে শোন বলি, না ব'লব বলেছিলুম্ তাই শোন; ওপাড়ায় গিয়েছিলুম্, শুন্‌লুম যে রাম্ সদয় মুকুয্যে আমার নামে ভারি নিন্দে করেছে।

ক। কোন্ রাম সদয় মুকুয্যে?

হ। আহা! যার বাড়ী বে গো।

ক। ও বুঝিচি, তারপর?

হ। আমার নামে এমনি নিন্দে করেচে তা কি আর বলব? শুধু আমার নামে? আবার তোমার নামে এমনি নিন্দে, কলঙ্ক দিয়েছে, তা শুনে অবধি আমার হাত পা পেটের ভেতর্ ঢুকে গেছে।

ক। আমার নামে আবার কি কলঙ্ক?

হ। বলেছে কি, যে তুমি আমার বাড়ীর চাকরের সঙ্গে আছ।

ক। (গালে হাতদিয়া) ওমা সে কি কথা? ছ ছি ছিছি, মহাতারত, কে রাধানাথ?

হ। হ্যাঁ।

ক। রাম্ রাম্, ছি ছি ছি, ও কথা বল্লে কেমন করে? রাধা বাড়ীর ছেলে পুলের মতন্——

হ। এই কে বলে বল; (স্বগত) এতক্ষণে সন্দেহটা দূর হয়ে গেল, মন্টা যেন এতক্ষণ পেটের ভেতর দৌড় দৌড়ি কচ্ছেল।

ক। দেখ, তুমি আমার একটি কথা শুন্‌বে?

হ। তোমার কথা আবার আমি শুন্‌বনা? আমি কি নিয়ে আছি আর?

ক। যাতে রাম সদয় মুকুয্যের মেয়ের বে না হয়, তাই তোমায় কত্তে হবে, যদি এবিষয় কিছু না কত্তে পার, তাহলে আমি নিশ্চয়ই গলায় দড়ি দোবো; আর যদি না পার, তা হলে তুমি কিসের গ্রামের কর্ত্তা? মুড়ুলী করায় ধিক্, পয়সায় ধিক্, তার চেয়ে তোমার মরণ ভাল।

হ। আহা! তোমায় অত কথা বল্‌তে হবে কেন? আমার কি কিছুই জ্ঞান্ নেই? নেহাত্ কি আহম্মক; যাতে রাম সদয় মুকুয্যেকে গ্রাম্ থেকে ওঠাতে পারি, তাই করব্, বে ত সামান্য।

ক। আগু বে যাতে না হয়, তাই করগে, তার পর অন্য; আর এ যদি না তুমি কত্তে পার, মাইরি তুমি দেখ দিকিন্, কোন্ হারামজাদী না গলায় দড়ি দেয়?

হ। আহা! তাই হবে; (কমলার হাতধরিয়া) তোমার গলায় দড়ি কায্ কি? কাল সকালেই কি হয় দেখ্তে পাবে, এখন চল, রাত হয়েছে, শোয়া যাক্গে; একবার্ তামাক্টা খাব না? রেধোকে ডাকি?

ক। না না, তাকে আর ডাক্তে হবেনা, তোমার শরীরে কি একটু মায়া দয়া নেই? আহা! সমস্তদিন খেটে খুটে এই শুতে যাচ্চে; এস (হরনাথের হাত ধরিয়া) আমি তামাক সেজে দোবো এখন্।

হ। চল তবে।

উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শম্ভুবাবুর অন্দর বাটী।

শম্ভুবাবু ও গমস্থা আসীন।

শ। তোমার এদিক্কার সব্ হোলো?

গ। আজ্ঞে, প্রায় সবই হয়েছে, গহনার মধ্যে খালি মুক্তর্ মালাটা একবার গাঁথাতে হবে—কি জানি পচা সুতো।

শ। হ্যাঁ বেশ্ কথা, একবার ভাল করে গেঁথে নেওয়া ভাল; তবে এ দিক্কার্ তোমার সবই হয়েছে, কিন্তে বেচ্তে কিছু বাকি নেই?

গা। আজ্ঞে না, তবে সামাজিকের দরুণ যা কিন্‌তে হবে তা এখন বাকি আছে।

শ। সে কি হে, ! সমাজিকের জিনিস পত্র এখন আসেনি ? এ্যাদ্দিন কল্লে কি ? ও কায্ আগে, তার পর অন্য, যাও, যাও, শীঘ্র যাও, আগে ও সব নিয়ে এস।

গা। যে আজ্ঞে।

শ। তবিলে টাকা কড়ি আছে ত ? না হয় দিই।

গা। আজ্ঞে না, এখন মজুৎ আছে।

শ। দেখ যেন আমার বাড়ীতে কোনমতে ত্রুটি হয় না, লোকে যেন নিন্দে করে না, আমার একটী ছেলে, টাকা খরচ কত্তে ত আর কসুর্ কর্‌ব না ?

গা। সে কি মহাশয় ? আপনি ও কথা আর বল্‌বেন্ কি ? আমরা কি আর জান্‌তে পাচ্চিনি ? মশাই বল্‌বেন— তবে হবে ?

শ। হাঁ দেখ, খবর্‌দার ; এখন তুমি যাও, আমায় যেন তোমাকে কোন বিষয় বল্‌তে না হয়।

গা। আজ্ঞে না ; (প্রণাম করণ)

গমস্থার প্রস্থান।

শ। হরির ইচ্ছায় ভালয় ভালয় কায টী নিষ্পন্ন হয়ে গেলেই বাঁচা যায়।

বিরাজের প্রবেশ।

এই যে গিন্নি ! এ দিক্‌কায্ ত সবই হয়ে গেছে ; এখন

বল, তোমার কি চাই, এরপর যে বল্‌বে আমার এই হলো না, তা হলো না, ও সব্‌ কথা বল্‌তে পারবে না; এখন কি চাই—তাই বল।

বি। বৌমার গয়না সব এসেচে?

শ। হ্যাঁ তা সবই এসেচে, খালি মুক্তর মালাটা একবার গাঁথাতে হবে।

বি। তাত সবই হলো, হ্যাঁগা বৌমাটি কেমন? দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল ত?

শ। হুঁ, তা আবার একবার করে বল্‌তে, আমি যে তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে কচ্চি কি দেখে? খালি ঐ মেয়েটি দেখে বইত নয়? তা না হলে কি আমি তাদের ঘরে কত্তুম? অমন্‌ কত বড় মানুষ, মেয়ে দোবার জন্যে ঝুলো ঝুলি: (কিয়ৎক্ষণ পরে) আমার ইচ্ছে কি জান, বৌ যা কর্‌ব তা ঘর আলো করা; তেমন না হলে বৌ? একটি ছেলে, তার বৌ ভাল কর্‌ব না ত কি মন্দ ক'রব?

বি। তবে বৌটি ভাল?

শ। আমি কি তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বল্‌চি? হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আজ বাদে কাল্‌ ত দেখ্‌তেই পাবে।

নেপথ্যে-গ। বাবু, এক খানা আপনার পত্র এসেচে।

শ। কে গমস্থা মশাই?

নেপথ্যে-গ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ। এ দিকে এস।

এক দিক্ দিয়া গমস্থার প্রবেশ ও
অপরদিক্ দিয়া বিরাজের প্রস্থান ।

কোথা থেকে এ পত্র এলো ? ডাকে এসেচে কি ?

গ। আজ্ঞে না, একটি লোক মদনপুর থেকে নিয়ে এসেচে ।

শ। মদন্‌পুর থেকে ? তবে (চিন্তা করিয়া) কি রাম সদয় বাবু পাঠিয়েছেন ? কারুর্ অসুখ্ করেনি ত ? তা হলেই যে ভারি বিভ্রাট্ ।

গ। আজ্ঞে, তা বল্‌তে পালুম্ না।

শ। দেখি ; (গমস্থার পত্র প্রদান ও পত্র খুলিয়া) কৈ না, এ যে দেখ্‌ছি হরনাথ বাবুর পত্র, দেখি কি লিখেচেন্ ; (প্রকাশ্যে পত্র পাঠ)

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
সুহৃদ্ বরেষু ।

সবিনয় নিবেদন মিদং ———

মহাশয় ! পরম্পরায় অবগত হইলাম যে মদন পুরস্থ শ্রীরাম সদয় মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের শুভ বিবাহ হইবেক, কিন্তু দেখিলাম, যে এ বিষয় আপনাকে অবগত না করাইলে, আপনার জাত্, কুল্ মান্ মর্য্যাদা এক কালীন সমূলে নির্ম্মূল্ হয় ; সে কারণ, আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে আপনি ঐ বাটিতে কার্য্য করিতে কোন মতেই সম্মত

হইবেন না; আপনি স্থির জানিবেন যে, সে কন্যাটি রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের ঔরস্ জাত নহে; বিশ্বাস করিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব, অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। ইতি ২২এ বৈশাখ ১২৯২ সাল।

আপনার বশম্বদ

শ্রীহরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাং মদনপুর।

ওঃ কি ভয়ঙ্কর কথা! ভাগ্যিস্ জান্‌তে পাল্লুম, না হলেত বাস্তবিক জাত্ কুল্ গিয়েছেলো।

গা। হ্যাঁ মশাই, রকম খানা কি?

শ। ঈশ্বরই বাঁচিয়েছেন।

গা। আজ্ঞে, হলো কি?

শ। হবে আর কি! যাহবার তা হয়েছে, নাও, এই দেখ। (পত্র প্রদান্)

গা। (মনেং পত্র পাঠ) ইস্ তাইত শুভ কর্ম্মে বাধা দেখচ? (শম্ভু বাবুর প্রতি) আজ্ঞে, একবার বেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে হ'তনা?

শ। আবার দেখ্‌বে কি? হরনাথ বাবু কি মিথ্যে করে লিখেছেন?

গা। (মাথা চুলকাইতেং) আজ্ঞে তা নয় ————

শ। তা নয় কি বল? এমন্ সন্দেহ স্থলে নেইবা বিবাহ দোরা হ'ল, আমার ত আর মেয়ে নয়, যে বে দিতিই হবে।

গা। (মাথা চুলকাইতে২) আজ্ঞে আমি তা বলচনি; তবে আমি এই কথা বলচি যে আমাদের কপালটা বড় মন্দ, মনে করে ছিলুম যে বে তে কিছু পাব——

শা। তোমাদের কি পাওনা ফুরিয়ে গেল? এখন যাও দুখানা পত্র লিখে দাওগে।

গা। যে আজ্ঞে; (গমনোদ্যত)

শা। চলে যাচ্চ যে? শোন কি বলি, একখানা হরনাথ বাবুকে এই কথা বলে লিখে দাওগে, যে আপনার পত্রই গ্রাহ্য, আপনার কথা কোন মতে অন্যথা হবেনা, আপনি স্থির জান্‌বেন; আর একখানা রামসদয় মুকুয্যেকে লেখগে যে আপনার বাটিতে কায্‌ কত্তে আমার কিছুমাত্র অম ছিলনা, কিন্তু আমার বাটীতে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হওয়াতে, আমি এবিষয় স্থগিত রহিলাম, অতএব আপনি অন্যস্থানে চেষ্টা পাইবেন, এই রকম্‌ করে দু জায়গায় দুখানা পত্র লিখে দাওগে, যাও, শীঘ্র যাও, আর দেরি ক'রনা।

গা। যে আজ্ঞে, সকলই বরাত্‌ (করাঘাত)

গমস্থার প্রস্থান্‌।

শা। (স্বগত) যাহোক্‌; হরনাথ বাবু আমার যথার্থ উপকার কল্লেন্‌।

বিরাজের প্রবেশ।

গিন্নি! সব্‌ শুন্‌লেত—কিহয়েচে?

বি। (সবিস্ময়ে) না, কিহয়েছে কি? আমিত ভাল রকম্ বুঝতে পাল্লুম্‌না, চিটি কোথা থেকে এসেচে?

শা। মদনপুরের একজন আমার বন্ধু, বেশ্ ধনীলোক্, সেই লিখেচে।

বি। কি লিখেচে কি?

শা। লিখেচে এই, রাম সদয় বাবুর বাড়ীতে যেন কোন মতে কায করা না হয়, কারণ, সে মেয়েটি রাম সদয় বাবুর নয়।

বি। ধর্ম্ম রক্ষে, এমন বৌয়ে কায্ নেই, মেয়েত নয়? ছেলের বে না হয় দুদিন্ পরেই দোবো; শেষে কি আমাদের ঘর্ খোঁটার ঘর্ হবে?

শা। তাবই কি।

বি। আচ্ছা, এটা কি সত্যি?

শা। সত্যি কি মিথ্যে কেমন করে জানব? সে ঈশ্বরই জানেন।

বি। দেখ, এই যে চিটি লেখা, এহিংসে করেও ত লিখ্‌তে পারে? যাহোক, এ আমার ত কখনই বিশ্বাস হয়না; একি কখন হতে পারে?

। হোক্ বা না হোক আমার তাতে কি? এমন সন্দেহ স্থলে নেই বা ছেলের বে দিলুম্; হ্যাঁ বুঝ্‌তুম, যে মেয়ে, আর রাখা যায়না, তাহলে যাহোক, আমার ত আর তা নয়?

বি। তা বটেইত; আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়? এত কি বিশ্বাস কর?

শ। এ ত বিশ্বাস হয় না, একায্ হিংসে করিই করেচে; দেখ গিন্নি! একজন বন্ধু যখন এ বিষয় বাধা দিচ্চেন, তখন এ বিষয় স্থগিত থাকাই ভাল, আমার ত আর জাত যাচ্চেনা?

বি। আহা! তারা শুন্‌লে কি কর্‌বে গো, আমার প্রাণ্‌টা যেন তাদের জন্যে কি কচ্চে, এ কথা শুন্‌লে তারা আচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি খাবে; আজ বাদে কাল্ তাদের মেয়ের বে; যাহোক্, এমন যেন শত্রুরের না হয়।

শ। এখন ওসব্ ভাব্‌লে আর কি হবে? যাহোক, আমাদের ধর্ম্ম খুব্ রক্ষে করেচেন; ঈশ্বর রক্ষে না কর্‌বেনইবা কেন? পুর্ব্ব পুরুষের মান্ মর্য্যাদা আছে, তাঁদের পুণ্যি যোরে কি কখন মন্দ হয়? (দণ্ডায়মান হইয়া) এখন চল যাওয়া যাক্।

বি। চল, দেখ তাদের জন্যে আমার বড় ভাবনা হচ্চে; তারা যে কি করে মেয়ের বে দেবে, তা বল্‌তে পারিনি।

শ। এখন ওঠ; (বিরাজের দণ্ডায়মান) না হবার ত কিছু আশ্চর্য্য নয়? আমার কি হচ্চে না? [illegible] কি কর্‌ব বল? এখন এস।

উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।



রাম সদয় বাবুর শয়নাগার।

উমাসুন্দরী আসীনা।

। (বিষন্ন বদনে উপবেশন) কোথায় বে দিয়ে সুখী হব, তা না হয়ে, দিন্ দিন্ ভাব্‌তে ভাব্‌তেই প্রাণ টা গেল, না, এ পোড়া কপালে আর সুখ হ'লো না; আর কাল রাত্রে এক পোড়া কুস্বপ্ন দেখে, এমনি মন্ খারাপ হয়েছে তা কি আর বল্‌ব; মেয়ের বের্ যে কি হবে, তা ভেবে কিছুই ঠিক্ কত্তে পারিনি; (কিয়ৎক্ষণ পরে) আহা! তাঁর কত কষ্টই না হচ্চে; সময়ে আহার নেই, সময়ে নিদ্রে নেই, খালি এই চোপরদিন এর দরজায় তার দরজায় ঘুত্তে ঘুত্তেই তাঁর প্রাণটা গেল, খোসামোদ কত্তেত আর কসুর্ হচ্চেনা, এততেও যদিনা হয়, তবে নেহাত বরাত মন্দ; পোড়া দেশ যে খারাপ্ এর মত হয় ত ওর্ মত হয় না, আবার ওর মত হয়ত তার মত হয়না, এর উপায় কি? মনে এমন হয়, যে মেয়ের বে বুঝি দিতে পাল্লুম্‌না, —একম যদি হয়, তাহলে মরণই ভাল; (দীর্ঘনিশ্বাস) আবার বলি, পোড়া দেশের লোক কি দলাদলি ভিন্ন আর কিছুই জানেনা? একটা দেশের লোক ভাল নেই গা? এমন্ হতচ্ছাড়া দেশ্ত কখন দেখিনি; আর কি

বিদেশ নেই? এমন তর ত কখন শুনিনি, বরঞ্চ এমন শোনাগেছে যে গ্রামের ভেতর যে কঘর্ বাস্ করে তারা যেন সব আপনার মতন দেখে, কারোর বিপদ আপোদ হ'লে গ্রামের লোকেরা বুকদিয়ে গিয়ে পড়ে; দলাদলি নেই, মাম্‌লা নেই মকদ্দামা নেই, কোন জ্বালাতনই তাদের ভোগ কত্তে হয়না; আর পোড়া এদেশই যত বিট্‌কেল্? মা কালীর ইচ্ছে, যদি মনস্কামনা সিদ্ধি হয়, তাহলে মাকে ষোড়া পাঁটা দিয়ে পূজ দিই, তাহলে একবার দেখি, আর ত আমার ছেলে মেয়ে নেই যে ভয় কত্তে হবে? তা এখন হলে যে হয়; এমন মনে স্থায়না যে মেয়ের বে দিতে পারব? (চিন্তা করিতে২) আমাদের কপাল্ যাহোক মেয়েটার কপাল্ কি তাই? মা বাপের মেয়েত হবেনাইবা কেন; আহা! মেয়েত নয়, যেন সোনার চাঁদ ওর কপালেও কি ঈশ্বর সুখ্ লেখেন্‌নি? হায়! মেয়ের জন্যে ভাবতে ভাবতে আমার প্রাণ্‌টা গেল; (ক্রন্দন করিতে২) মনে করেছিলুম্ যে এক মেয়ে নিয়ে সুখী হব; তা ঈশ্বর কি এসুখেও বঞ্চিত করবেন? আহা! আমার কত সাধের মেয়ে, হ'লনা হ'লনা করে ঐটি হয়েছে, তা এমনি বরাত করে এসে ছিলুম্ যে একটি মেয়ে নিয়েও একদিনের জন্যে সুখী হলুম্ না। (কাপড় দিয়া চক্ষুমুছা।)

বেগে করুণার প্রবেশ।

ক। মা! তুমি কাঁদ্‌চ কেন?

উ। (নিরুত্তর।)

ক। ওমা! মা! বলনা মা! কাঁদ্‌চ কেন?

উ। দুঃখে কাঁদ্‌চি বাছা!

ক। কিসের দুঃখ মা!

উ। এই সংসারের পাঁচ রকমে———

ক। না মা! তুমি বলনা ঠিক করে, কেন্ কাঁদ্‌চ মা?

উ। (স্বগত) বাছাকে কি আর ব'লব, বল্লে কি বুঝ্‌বে, অজ্ঞান্ বইত নয়?

ক। বলনা মা? কেন কাঁদচ?

উ। এই তোমার জন্যে———

ক। কেন? আমি কি করিচি?

উ। তুমি কি আর ক'রবে বল, তোমার দোষ কি? আমার বরাত্।

ক। না ঠিক করে বলনা, কি হয়েচে?

উ। বাছা! আমার মাথা মুণ্ডু কি বল্‌ব বল?

ক। তবু কি বলনা মা! কি হয়েচে?

উ। (কাঁদিতে২ করুণার চিবুক ধরিয়া) বাছারে! আমার এম্‌নি পোড়া বরাত যে শুভ কর্ম্মে পাঁচ রকম বাধ পড়্‌চে; মা! তোমার বে তে যদি কোন রকম গোল্‌মাল্ হয়, তাহলে আমি আর বাঁচবনা। (কাপড়দিয়া চক্ষুমুছা।)

ক। (কাঁদিতে২) মা! আমিই তোমাদের কাঁদাবার এক মাত্র কারণ? তুমি আর কেঁদনা, মা! নেইবা

আমার বে হলো? তা বলে তুমি আমার জন্যে কেঁদনা।

উ। ছি মা ওকথা ব'লতে নেই, ঈশ্বর করুন, যেন তোমা ঐ ঘরেতে বে হয়, জন্ম২ ঐ ঘরকন্না কর, হাতের নো ক্ষয় যাক্, আমি যেন তোমার সুখ্ দেখে মত্তে পারি।

ক। তা বলে তুমি মিছি মিছি আমার জন্যে কেঁদনা, আমি ত আর মরিনি, যে তুমি আমার জন্যে কাঁদ্‌চ।

উ। ছি মা ও কথা বলনা, আমাকে ঈশ্বর চির দিন্ কাঁদা বার জন্যে গড়েচেন্, তুমি বোঝালেত আমার কান্না থাম্‌বেনা? তিনি এলে বুঝতে পারি যে আমায় চিরকাল কাঁদ্দে হবে কি হাস্‌তে হবে।

ক। হ্যামা? বাবা কোথায় গিয়েছেন্? তাঁর কি আর খাওয় দাওয়া নেই? বেলা হয়েচে যে।

উ। আহা! তাঁর কি খাওয়া নাওয়া বলে জ্ঞান আছে এখন তিনি পাগলের মত এর দরজায় তার দরজা খোসামোদ করে বেড়াচ্চেন্।

ক। মা! পরের খোসামোদ কর্‌বার কি দরকার? এতই কি বাবার এত কি মাথা কাটা দায় পড়েচে খোসামোদ কর্‌বার জন্যে।

উ। পাগ্‌লি তুই কি বুঝ্‌বি বল্, আমাদের যা হচ্চে, তা পরমে-শ্বরই জানেন্, মাথার ঘায়ে যেমন কুকুর পাগল্, তেমনি তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চেন; এখন যে তিনি এলে বাঁচি।

ক। তাইত, বাবা কখন বেরিয়ে গেচেন্ এখনও দেখা নেই, বেলা যে কত হয়েচে তা বলতে পারিনি, বাবা বাড়ি এলে বাঁচি।

উ। আমিও তাই ভাব্‌চি কখন বেরিয়ে গেচেন্, এলে যে বুঝ্‌তে পারি।

ক। বায়রে গিয়ে দেখব? (সচকিতে) এই যে, বাবা এসেচেন;

এক পত্র হস্তে শশব্যস্তে রামসদয়ের প্রবেশ।

বাবা! এত যে দেরি হ'ল?

রা। (বিষণ্ন বদনে) গিন্নি কোথায়? (স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এই যে,————(উপবেশন ও নিরুত্তর।)

উ। কেন? কি বলনা, চুপ করে রইলে যে? পাড়ার লোকেরা কি বল্লে? খবর ভালত? হাতে আবার ও খানা কি?

রা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) গিন্নি! তোমায় আর কি বল'ব সর্ব্বনাশ হয়েছে; আমি একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়িচি।

উ। (ব্যাগ্রচিত্তে) কেন? কি হয়েচে? তোমার হাতে ও পত্র কার?

রা। আর মাথা মুণ্ডু বল্‌ব কি, (পত্র দেখাইয়া) এই শম্ভু বাবু পত্র লিখেচেন্——

উ। (সবিস্ময়ে) কি লিখেচেন ?

বা। তাঁর লেখার উদ্দেশ্য এই, যে আমার ঘরে তাঁরা কুটুম্বিতে কর্‌বেন্‌না।

উ। হঠাৎ এ রকম লেখ্‌বার কারণ কি ? বিশেষ কিছু কি খুলে লিখেছেন ?

বা। পত্রে এমন্‌ কিছু খোলা লেখা নেই, তবে পত্র বাহকের কাছে কৌশলে জেনেছি, যে তাঁরা বড় গুরুতর দোষ জেনেছেন কে লিখেছে যে করুণা——

উ। ব'লতে ব'লতে আবার চুপ্‌ করে, রইলে যে ?

বা। তা শুনে তোমার লাভ কি, উপায় কি তাই দেখ—

উ। তবু কি বলনা ; কাল্‌ বে আজ জবাব ? এত যেমন তেমন দোষে হ'তে পারে না ; আমাকে ভেঙ্গে বল, কি হয়েছে ?

বা। আর বল্‌ব কি মাথা মুণ্ডু, শুন্‌লে কেবল উভয়েরই কষ্ট বই ত নয় ? তাঁরা জেনেছেন যে করুণা আমার ঔরস জাত নয়।

উ। এ্যাদ্দিন গেল, ত্যাদ্দিন্‌ গেল, তাঁরা ত কোন কথাই বলেন্‌ নি ; আর কাল্‌ বে আজ্‌কে এই কথা ? কি সর্ব্বনাশ ! এমন তর ত কখন দেখিনি, তবে কে তাদের ভাঙ্‌চি দিয়েচে, না হলে এমন হবে কেন ?

বা। তা আর একবার করে বল্‌তে।

উ। আচ্ছা, এমন তর সর্ব্বনাশ কে কল্লে ?

রা। আবার কে—হরনাথ?

উ। আচ্ছা, আমরা হরনাথের কি করেছিলুম? (কাঁদিতে২) আমার কপালে কি এত দুঃখ ছিল? এ কথা শোন্‌বার আগে আমার মরণ হ'ল না কেন? আমি ত ঠিক্ বলিচি যখন কাল রাত্রিরে পোড়া কুস্বপ্ন দেখিচি. তখনি মনে করিচি যে বে তে কি বিভ্রাটই ঘটে, বের্ জন্যে সকলই যোগাড়্ হয়েচে, আজ বাদে কাল্ বে, এমন কি ভণ্ডুল মানুষের হয়? ধন গেল, প্রাণ গেল, শেষে কিনা কলঙ্ক?

ক। মা! তুমি কেন কাঁদ্‌চ? (কাপড় দিয়া মাতার চক্ষু মুছিয়া দেওয়া) মা! চুপ্ কর, আর কেঁদ না।

রা। ওঃ (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) যথার্থ আমার এত দিনের পর সর্ব্বনাশ হ'ল, মেয়ের বের্ জন্যে প্রায় তিন্ মাস নিদ্রা নেই; এই বুড়ো বয়সে অনবরত পরিশ্রম, শম্ভু বাবুর পত্র পেয়ে, আমি যেন একেবারে হতাশ্বাস হয়ে পড়িচি; টাকা, টাকা বলে জ্ঞান্ করিনি, এখন সকলি বিফল হ'ল। এখন উপায় কি? উপায় ত আদপে দেখিনি, কন্যার বিবাহের জন্য সকলি আয়োজন হয়েছেলো, তা আমার কপালে যে এতদূর ঘট্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না; ওঃ কি পরিতাপ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) না খেয়ে দেয়ে যা কিছু করেছিলুম, তা এই বারেই সমস্ত গেল, এর পর যে কি হবে, কি করে দু মুটো খাব, তা বল্‌তে পারিনি।

ক। বাবা! আমার জন্যে তোমরা এত ভাবচ্ কেন? আমাকে

কোন রকমে মেরে ফ্যাল, তা হলে আমি এ যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হই ও তোমরাও সুখে থাকৃতে পার; আমার জন্যে তোমাদের এত কষ্ট বইত নয়? না হলে, তোমাদের কি কষ্ট? (কাঁদিতে২) আমি এমনি অলুক্ষুণী জন্মিছিলুম যে এক দিনের জন্যেও মা বাপ্‌কে সুখী কত্তে পাল্লুম না। (বস্ত্র দিয়া চক্ষু মুছা।)

উ। মা! তুমি কেন কাঁদচ? তোমার দোষ কি? (করুণার চক্ষু মুছিয়া দেওয়া ও আপনি কাঁদিতে২) আমার এমনি বরাত যে এমন সোনার চাঁদ্ মেয়ের বে দিয়ে এক দিনের জন্য সুখী হলুম না; মেয়ে জামাই নিয়ে দু দিন আমোদ আহ্লাদ কর্‌ব, তা পোড়া পাড়ার লোকের জ্বালায় হচ্চে না।

রা। এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে?

উ। (কাঁদিতে২) বিধি! আমায় কাঁদাচ্চেন্ তা আমি কি ক'র্‌ব বল?

রা। এখন উপায় কি বল দিকিন্? আমায় কি কত্তে বল?

উ। (চক্ষু মুছিয়া) মাথা আর মুণ্ডু বল্‌ব কি? মেয়ের বে ত দিতিই হবে।

রা। তাই ত, এখন করি কি? কেউ যে সৎপরামর্শ দেবে এমন ত দেশে লোক দেখিনি, বাস্তবিক, মেয়ের বে না দিতে পাল্লে লোকে যে আর অশ্রদ্ধা কর্‌বে; কিন্তু, এখানে যে বে হয়, এমন ত বুঝিনি, চতুর্দ্দিকে শত্রু, যেখানে যোগাড় কর্‌ব, সেই খানেই ভাঙ্‌চি দেবে, এখন এর উপায়

কি ? বিবাহের যে সকল দ্রব্য সামগ্রী কেনা হয়েছে, তা দেখ্‌ছি সবই নষ্ট. যা কিছু ছেলো তা সকলই গেছে. শেষে গিন্নির যা কিছু গহনা ছেলো তাও বাঁধা পড়েচে, থাক্‌বার মধ্যে দেখ্‌ছি যা কিছু করুণার গহনা কখানি, তা বাদে সবই নষ্ট, এখন উপায় কি ? ভেবে ত কিছুই ঠিক্ কত্তে পাচ্চিনি।

উ। এখন আমাদের কপালে যা আছে তা হোগ্‌গে, কোন গতিকে মেয়ের বে ত দিতিই হবে ?

রা। তাই ত ভাব্‌চি।

উ। ভাব্‌তে গেলে ত আরচলে না, এক কায্ কর, হরনাথের কাছে একবার যাও, তার হাতে পায়ে ধরে, বুঝিয়ে শুজিয়ে বলগে, যে আমি এই দায়গ্রস্থ হয়েছি, আমাকেকোন গতিকে এই দায় হ'তে উদ্ধার কর, তুমি না হ'লে আমি এ দায় হ'তে কিছুতেই উদ্ধার হ'তে পাচ্চিনি ; এই রকম করে পাঁচ রকম খোসামোদ করে বলগে, যাও, আর দেরি ক'র না।

রা। হ্যাঁ, তুমি বল্‌চ বটে, আমি যেতেও পারি, কিন্তু ও ব্যাটা যে আমার উপকার করে এমন ত বোধ হয় না।

উ। একবার বেয়ে চেয়ে দ্যাখ ত ; তার পর একান্তই যদি না হয়, কিছুতেই যদি না শোনে, তখন যা হয় করা যাবে।

রা। তুমিত্তো বল্‌চ তা ঠিক, তাই একবার খোসামোদ করে দেখি, তার পর একান্তই না হয়, তখন অন্য উপায় দেখ্‌ব ; তবে যাই, দেরি করা হবে না।

হরনাথের দ্বারে ২ গমন।

উ। বেশি দেরি কর না, আমি আবার ভাব্‌তে থাকৃব।

রা। (যাইতে২) না, বেশি দেরি হবে না———এখনি আস্‌চি।

রামসদয়ের প্রস্থান।

উ। (করুণার প্রতি) মা! তুমি এখানে বস, কোথাও যেওনা, আমি একবার পাড়া থেকে দৌড়ে আস্‌চি।

বেগে উমা স্থন্দরীর প্রস্থান।

ক। আহা! আমার জন্যেই বাবার এত কষ্ট, আমার জন্যেই বাবাকে এত দৌড় দৌড়ি কত্তে হচ্চে, এই বাড়ী এলেন, মার কথা শুনিই ওমনি আবার কার্‌ বাড়ী গেলেন; সময়ে খাওয়া নেই, সময়ে নাওয়া নেই, সময়ে ঘুম নেই সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরেই ব্যাড়াচ্চেন; আমার জন্যে যে বাবার কি কষ্ট হচ্চে, তা আমি বলতে পারিনি। মারও কি মনের স্থখ আছে? মা য্যান আধখানি হয়ে গ্যাছে, মার ভাবতে২ প্রাণটা গ্যাল; আমি এমনি অলুক্ষুণী জন্মিছিলুম্‌ যে মাবাপ্‌কে একদিনের জন্যেও স্থখী কত্তে পাল্লুমনা; (চিন্তা করিতে২) আদোত ধত্তে গেলে আমিই মা বাপের কষ্টের মূল, আমার জন্যেই এত ভাবনা, আমার জন্যেই এত দৌড় দৌড়ি, আমার জন্যেই এত খরচ, আমার জন্যেই সব; আমার কোন রকমে মরণ হলেই বাপ্‌ মার কষ্ট যায়; করি কি, কেমন করিই বা আমার মরণ হয়? (কাঁদিতে২) বাবা! আমার জন্যেই তোমার

এত কষ্ট হচ্চে ; বাবা! আর বেশি তোমার কষ্ট কত্তে হবে না, তোমার কষ্টের শেষ হয়ে এসেচে ; মা আমার বের্ জন্যে আর তোমার ভাবতে হবেনা ; (চক্ষু মুছা) আচ্ছা, আমার মরণ হয় কিসে? কি উপায়েই বা আমার মরণ হয়? কোন ত উপায় দেখ্‌তে পায়নি ; আচ্ছা, গলায় দড়ি দিয়ে মলে হয় না? না, তা আমি পারবনা ; তবে কিসে মরি? হাঁ এক উপায় পেয়েছি, বাবা আপিন্ খেয়ে থাকেন! তাই খেলে হয় না? সেই বেশ ; বাবার আপিন্ কোথায় থাকে তাও আমি জানি ; (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কুলুঙ্গি হইতে আফিনের কৌটা আনয়ন ও উপ-বেশন) এই ত পেয়েছি ; (কৌটা খুলিয়া দৃষ্টি) অনেক্‌টাও আছে ; যাহোক এই ত আমার জীবনের শেষ সময় ; (কাঁদিতে২) শেষ সময়ে যে মা বাপ্‌কে দেখ্‌তে পেলুম্ না এই বড় মনে দুঃখ রইল ; কোন কিছু কথাও বলে যেতে পাল্লুম না ; আহা! মা বাপের আমি বড় আদরের মেয়ে ছিলুম ; বাবা! আমায় এক দণ্ড না দেখ্‌তে পেলে, বাবা যান কি কৃরে ব্যাড়ান ; বাবা! তুমি যার্ জন্যে এত কষ্ট করে ব্যাড়াচ্চ, সেই একেবারে তোমার নিকট শেষ বিদায় নিলে ; মা! তোমার জন্যে বড় দুঃখ হয়, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু কি করব মা! অনেক দুঃখে তোমার কাছ্ থেকে চলে যাচ্চি, বড় কষ্টেই আমি আমার অমূল্যজীবন বিসর্জ্জন কত্তে উদ্যত হয়েছি। (ক্ষণেক

নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিন্তু আমি যে ক্যান মচ্চি, তাত বাপ্ মা কিছুই জান্‌তে পাল্লেন না ? হ্যাঁ এক কায্ করা যাক্; যাহোক কিছুতে লিখ্‌তে পড়্‌তে জানি, বাবাকে ক্যান এক খানা চিঠিলিখে মরি না ? সেই বেশ্ কথা, লেখা পড়া শিখে আমার মরণ কালে যথার্থ উপকার হল ; (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কাগজ, কলম দোয়াত, লইয়া পুনশ্চ উপবেশন ও লিখন।)

পরম পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

বাবা ! আমি অনেক দুঃখে এই অসংসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমিই আপনাদের কষ্টের মূল, আমার জন্যই আপনাদের এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইতেছে। আমি বিবেচনা করিলাম যে আমার মৃত্যু হইলেই আপনাদের সকল কষ্ট দূর হইবে, আপনাদের কষ্ট স্বচক্ষে আর দেখিতে পারি না এবং আর সহ্যও করিতে পারিলাম না; সেই জন্য আমি এই কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি। বাবা ! আমার কোন দোষ নেবেন না আর মাকেও নিতে বল্‌বেন না; বাবা ! আমার জন্য আপনারা কিছুই দুঃখ করিবেন না, আর মা যদি অত্যন্ত অধীরা হন, তা হলে তাঁকে আপনি প্রবোধ

বাক্যে সান্ত্বনা করিবেন। আপনাদের দুজন্‌কেই প্রণাম করিলাম ও চিরকালের জন্য আপনাদের অভাগিনী করুণা আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী

করুণা।

একবার পড়ে দেখি, কিছু ভুল গেল কি না; (প্রকাশ্যে পত্র পাঠ) না, এই হলেই হবে, চিঠি খানা এই খানেই পড়ে থাক; (পত্র ভূতলে রাখা) আর দেরি করা হবে না, যখন মত্তেই হবে তখন এ প্রাণ যত শীঘ্র যায় ততই ভাল, দেরি কত্তে গেলে, হয় ত মা কিম্বা বাবা এসে পড়বেন; না, আর দেরি করা হবে না; (কৌটা হইতে আফিন্‌ লইয়া ভক্ষণ) (কাঁদিতে২) বাবা! করুণা তোমার নিকট জন্মের মত বিদায় নিলে; মা! চল্লুম; মা! আমাকে মিছিমিছি দশ মাস্‌ দশ দিন্‌ গর্ব্ভে ধারণ করেছিলে; আমি এমন অলুক্ষুণী, যে তোমাকে এক দিনের জন্যেও সুখী কত্তে পাল্লুম্‌ না; মা! তুমি কত আশা করেছিলে, কত কথা বলেছিলে, সে সব এখন কথার কথা হ'ল; মা! তুমি আমাকে গর্ব্ভে ধরে কেবল যন্ত্রণাই ভোগ কল্লে; আমি তোমায় সুখী কত্তে পাল্লুম না; যাহোক মা! আমার কোন অপরাধ নিও না (ক্রন্দন); (সচকিতে) অ্যাঁ, এ

কি? আমার মাথা ঘুচ্চে কেন? আমি যে আর কথা কইতে পাচ্চিনি, আমার শরীর কেমন কচ্চে; মা! আমার বুক্ কেমন কচ্চে; (ভূমিতলে শয়ন) মা! ওমা! মা! তুমি এখন কোথায়? শেষ দশায় তোমাকে আমার বড় দেখবার ইচ্ছা হচ্চে, মা! আমি, মরি, শেষ সময় একবার আমার কাছে এস; বাবা! তোমার করুণা যায়; মা! আ—মা—র বু—ক গ্যা—ল, ক—থা ক—ই—তে পা—চ্চি—নি, মা! আ—মা—র কা—ছে এ—স, মা! আ—মি—ম—রি, আ—র—ক—থা ক—ই—তে পা—চ্চি—নি; মা—গে—লু—ম্, মা! এ—স—ম—য় এ—ক—বা—র দে—খা—দা—ও মা! মা!—— (মৃত্যু)।

উমাসুন্দরীর বেগে প্রবেশ।

উ। একি! করুণা এমন করে পড়ে রয়েছে কেন? কি হয়েছে? (ব্যগ্রচিত্তে করুণাকে স্পর্শ করিয়া) করুণা! করুণা! একি! করুণা যে কথা কয়না, ভীর্মি গেল নাকি? কি করি, ইনি এখন এলেন্‌না! বাড়িতে যে আর কেউ নেই; তবে এখন কি করি, একটু মুখে জল দিই—বাতাস করে দেখি; (সত্বর জল লইয়া মুখে সেচ ও পাখা লইয়া ব্যজন) ওমা! এখনও যে চেতন হল না? ওমা! একি সর্ব্বনাশ হল আমার করুণাকে সাপে কামড়ালে নাকি? (কাঁদিতেং) ওগো, তোমরা কে

কোথা আছ গো শীঘ্র এস, আমার সোনার বাছার কি হয়েছে, দেখ গো ? (উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন।)

রামসদয়ের বেগে প্রবেশ।

রা। (সবিস্ময়ে) একি ! গিন্নি একি ? করুণার কি হয়েছে ?

উ। (কাঁদিতে২) আমি কি করে জানব ; আমি পাড়া থেকে এসে দেখি যে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

রা। (আফিনের কৌটা দেখিয়া, সবিস্ময়ে) একি ! আমার আফিনের কৌটা এখানে কেন ? কে আন্‌লে ?

উ। (সবিস্ময়ে) তাইত ?

রা। (পত্র কুড়াইয়া লইয়া) একি ! এ যে দেখছি করুণার লেখা ; (দৃষ্টি করিয়া) এ যে আমারই চিঠি ! (মনে মনে পত্র পাঠান্তে শীরে করাঘাত) গিন্নি ! সর্ব্বনাশ হয়েছে, করুণা আফিন খেয়েছে ; তবে শীঘ্র যাই, একটা ডাক্তার ডেকে আনি। (যাইতে উদ্যত।)

উ। (করুণার নাসিকায় হস্তক্ষেপ করিয়া, কাঁদিতে২) রামসদয়ের প্রতি, আর ডাক্তার আন্‌লে কি হবে দেখনা, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ; আমাদের কপাল !

রা। (করুণাকে স্পর্শ করিয়া কাঁদিতে২) তাইত, আমাদের করুণা যে জন্মেরমত চলেগেছে ; হায় ! হায় ! করুণাকে এ বুদ্ধি কে দিলে।

উ। (কাঁদিতে২) মা আমার, কি লিখেচে ?

রা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কাঁদিতে২) এই শোন, (প্রকাশ্যে পত্র পাঠ।)

উ। (কাঁদিতে২) ওগো, আর যে শুনতে পারিনে গো, আমার বুক্ যে ফেটে যাচ্চে। (ক্রন্দন।)

রা। গিন্নি! আর কাঁদ্‌লে কি হবে বল? সব ফুরিয়ে গ্যাছে, এখন আবার মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।

উ। সেকি আবার? (চক্ষুমুছা।)

রা। এখন এমনিই রইলো, পুলিস্ আসবে, কত হ্যাঙ্গাম্ হবে, তবে———

উ। হায়! হায়! আমাদের কপালে এত দুঃখও ছিল? (ক্রন্দন।)

রা। গিন্নি যাহ'বার তাত হয়েগেছেই, কাঁদ্‌লে ত আর করুণা ফির্‌বেনা, এখন চল, এখানে আর একদণ্ডও থাক্‌ব না, বিদেশে গিয়ে ভিক্ষে করে খেতে হয়, সেও ভাল; তবু এদেশে একদণ্ডও থাক্‌বনা; চল, চিরদিনের জন্যে এই জন্মভূমি পরিত্যাগ করে যাই, (কিয়ৎক্ষণ পরে) আহা! এত কালের পর যথার্থই আমাদের ভিটে ছাড়্‌তে হ'ল; (স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া ওঠ) এখানে এক মুহুর্ত্তও থাক্‌তে ইচ্ছা হচ্চেনা; চল যাই, একেবারে এদেশ ছেড়ে যাই, যে দেশে এমন চণ্ডালগণের আধিপত্য, সে দেশে আর একদণ্ডও থাক্‌বনা; চল কাশীধামে যাই, সে খানে গিয়ে উভয়েই বিশ্বেশরের সেবায়

অহরহ রত থেকে জীবন যাপন কর্ব্বো; (কাঁদিতে২) হরনাথের জন্যই আমার সংসারটি ছার্‌খার্ হ'ল; হরনাথের জন্যই আমার করুণার মৃত্যু হ'ল্; (চক্ষুমুছিতেং) যাহোক হরনাথ! তুমি আমাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছ; এমন যে হবে তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না; তোমার দোষ কি? সকলি আমার বরাত; (কিয়ৎক্ষণ পরে সর্ব্বসমক্ষে) আমি যে কি দুর্দ্দসাগ্রস্থ হয়েছি তা বোধ করি সকলই অবগত হয়েছেন; এক্ষণে সাধারণ বিশেষতঃ পল্লিগ্রাম নিবাসীদিগের নিকট আমার বিশেষ বক্তব্য ও অনুরোধ এই, যেন তাঁহারা হরনাথের ন্যায় নীচ প্রকৃতি লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন; হরনাথের মত লোকের প্রাদুর্ভাবে দেশের যে অবনতি হবে, তার আর বিচিত্র কি? আর গ্রামের মধ্যে এই রূপ মোড়ল্ থাকা যে কত দূর হানিজনক তা বলা বাহুল্য, দেখ্‌লে কে আর শুন্‌তে চায় বল? এরূপ অত্যাচারে গৃহস্থের যে সর্ব্বনাশ হ'বে তার আর আশ্চর্য্য কি? হরনাথের অত্যাচারে আমার যথা সর্ব্বস্ব গেল, দেশ্ ছাড়তে হ'ল; (কাঁদিতেং) হরনাথের জন্যে আমার প্রাণসম করুণাকেও হারালেম; ওঃ কি ভয়ানক অত্যাচার!!!

যবনিকা পতন।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৎপ্রণীত "গাঁয়ের মোড়ল বা গৃহস্থের সর্ব্বনাশ" নামক নূতন সামাজিক প্রহসন, যাহা শীঘ্রই জাতীয় নাট্য সমাজে মহা সমারোহের সহিত অভিনীত হইবে। বাদু পোষ্ট আফিসের সন্নিকট কল্যাণপুরস্থ বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং কলিকাতা, ৫৬ নং বিডন্ ষ্ট্রীট, আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীঅমৃতলাল বিশ্বাস।